Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Falgun 13, 1430 Bangla, February 26, 2024, Monday, No. 57, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina has ordered to take up projects on priority basis keeping in mind the matter of saving money. Adds, the main job of people's representatives is to gain people's trust and ensure public service. (R. Tehran: 17; R. Today: 20)

Foreign Minister Dr Hasan Mahmud says the US has expressed interest in creating a new chapter in working with BD. Adds, "We also want to start a new chapter in relations with the US." (VOA: 16)

Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal informs there is no negligence in the Pilkhana murder trial. "The final judgment will be over in a few days," he adds. (VOA: 15)

State Minister for Power, Energy and Mineral Resources Nasrul Hamid says the shortage of gas against the daily demand in the country is about 1000 million cubic feet. (R. Today: 22)

BNP Leader A Moin Khan demands justice for the accused in cases of BDR rebellion in Pilkhana. How this incident happened, what was behind the incident, people want to know the truth. (R. Today: 21)

Even though 15 years have passed in the case of BDR rebellion, trial of two cases has not ended. While one case is at the appeal stage, the testimony of another case is yet to be completed. (BBC: 5)

BD Bank says suspicious transactions in financial sector have increased by 65 percent last year. Analysts say this proves that money laundering has increased from the country. (DW: 18)

Ana Bezard, Managing Director of the World Bank, who is visiting Dhaka, comments that inflation control is a big challenge for Bangladesh. (R. Today: 22)

The High Court has ruled that the gender identity of the unborn child cannot be revealed. The High Court bench of Justice Naima Haider and Justice Kazi Zeenat Haque gave this verdict. (BBC: 9; R. Today: 21)

A male teacher of Vikarunnisa Noon School and College has been accused of sexual harassment by the students of the institution. (BBC: 12)

Three BCL leaders including a former leader have been arrested for picking two men from their home and torturing in the Dhaka University Hall for three days due to delay in paying dues. (R. Today: 20)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ১৩, বাংলা ১৪৩০, ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০২৪, সোমবার, নং- ৫৭, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

অর্থ সাশ্রয়ের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন জনগণের প্রতিনিধিদের মূল কাজ মানুষের আস্থা অর্জন করা। এ সময় জনগণের সেবা নিশ্চিতে জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। (রে. তেহরান : ১৭; রে. টুডে : ২০)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ জানিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে সম্পর্কের নতুন অধ্যায় সৃষ্টির আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন, "আমরাও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চাই।" (ভোয়া : ১৬)

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিচার নিয়ে কোনো গাফিলতি নেই বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল। তিনি বলেন, "অল্প দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত বিচার শেষ হবে।" (ভোয়া : ১৫)

দেশে দৈনিক চাহিদার বিপরীতে গ্যাসের ঘাটতি প্রায় এক হাজার মিলিয়ন ঘনফুট বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। (রে. টুডে : ২২)

পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় হওয়া দুই মামলার প্রতিটি আসামির সুবিচার দাবি করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। এই ঘটনা কিভাবে ঘটেছে, এই ঘটনার পিছনে কি ছিল আজকে বাংলাদেশের মানুষ সেই সত্য জানতে চায়। (রে. টুডে : ২১)

বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় ১৫ বছর পার হলেও শেষ হয়নি দুই মামলার চূড়ান্ত বিচার। একটি মামলা আপিল পর্যায়ে থাকলেও আরেকটি মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ এখনো শেষ হয়নি। (বিবিসি : ৫)

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে গত এক বছরে আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন শতকরা ৬৫ ভাগ বেড়েছে। আর বিশ্লেষকেরা বলছেন এই সন্দেহজনক লেনদেন বৃদ্ধি প্রমাণ করে দেশ থেকে অর্থপাচার বেড়েছে। (ডয়চে ভেলে : ১৮)

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা সফররত বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যানা বেজার্ড। (রে. টুডে : ২২)

মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রায় দেন। (বিবিসি : ৯; রে. টুডে : ২১)

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন পুরুষ শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা। (বিবিসি : ১২)

পাওনা টাকা দিতে দেরি হওয়ায় বাসা থেকে তুলে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে তিনদিন ধরে দুইজনকে নির্যাতনের ঘটনায় সাবেক এক নেতাসহ তিন ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার । (রে. টুডে : ২০)

বিবিসি

বিডিআর বিদ্রোহের সময় সরকারের ভেতর কী চলছিল, কীভাবে সামাল দিয়েছিল?

২০০৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে নয়টা থেকে ১০টার মধ্যকার সময়। ঢাকার তৎকালীন বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) সদর দপ্তর পিলখানা গুলির শব্দে প্রকম্পিত হয়। তীব্র গুলির শব্দে আশপাশের এলাকার মানুষ তখন হতবিহবল। কোথায় গোলাগুলি হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে সেটি কেউ বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শহরজুড়ে বেশ দ্রুত ঘটনা ছড়িয়ে যায় সবার মুখে মুখে। ঢাকার রাস্তায় সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া যান ও সৈন্যদের আনাগোনা দেখে কারো বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। এক পর্যায়ে জানা গেলো, গোলাগুলি চলছে পিলখানার ভেতরে। সেখানে বিডিআর সদস্যরা বিদ্রোহ করেছেন এমন খবর বেশ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পনের বছর আগে সেই বিডিআর বিদ্রোহে ৫০ জনের বেশি সেনা কর্মকর্তা নিহত হন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার ৫০ দিনের মধ্যেই তাদের সামনে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ আসে। তখন সরকারের ভেতর কী চলছিল এবং সেই পরিস্থিতি তারা কীভাবে সামাল দিয়েছিল? এই লেখায় সেদিকে ফিরে তাকানো হয়েছে। পিলখানায় বিদ্রোহের খবর যখন ছড়িয়ে যায় তখন মন্ত্রীরা সচিবালয়ে গিয়ে তাদের দাপ্তরিক কাজ শুরু করেছেন। পিলখানার ঘটনা তৎকালীন মহাজোট সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা তৈরি করেছিল। বিদ্রোহের খবর শোনার পর মন্ত্রীরা একে একে সচিবালয় থেকে বের হয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন যমুনার দিকে রওনা হন। মন্ত্রীরা সচিবালয়ে তাদের অফিসে যাবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিডিআর বিদ্রোহের খবর শুনতে পান। এ সময় তারা নিজেদের নানা কর্মসূচি বাতিল করে দ্রুত মিন্টুরোডে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন যমুনায় যান। সেখানে কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠক করেন।

তখন মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মূলত তিনটি জায়গা। প্রথমত; পিলখানায় কী ঘটছে? দ্বিতীয়ত; ক্যান্টনমেন্টে এর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছে? তৃতীয়ত; প্রধানমন্ত্রী কী বলছেন? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন বাস করতেন মিন্টুরোডে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়। পিলখানার বিদ্রোহের খবর ছড়িয়ে যাবার সাথে সাথে তিনি দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। প্রথম বৈঠকটি তিনি করেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের সাথে। প্রায় দেড়-ঘণ্টা এই বৈঠক চলে। সে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে প্রধানমন্ত্রী পরিস্থিতি নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। বিদ্রোহ দমন করার নানা খুঁটিনাটি এবং এর রাজনৈতিক দিক নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করেন মন্ত্রীদের সাথে। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্রোহ দমন করতে গেলে সেটির পরিণতি কী হতে পারে তা নিয়েও আলোচনা হয়। শক্তি প্রয়োগের বিষয়টিকে সর্বশেষ উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় সরকারের তরফ থেকে। যার প্রতিফলন পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছেন সেখানে দেখা যায়। এরপর প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করেন সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানদের সাথে। সে বৈঠকে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করেন আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক শরীক অন্যান্য দলের নেতাদের সাথে। বিভিন্ন বৈঠকে যেসব আলোচনা হয় তার মধ্যে উঠে আসে যে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের হাতে ভারি অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। তাছাড়া পিলখানার অবস্থান ঢাকার অন্যতম জনবহুল এলাকায়। বিদ্রোহীদের দমনের জন্য সেনাবাহিনী যদি শক্তি প্রয়োগ করতে যায় তাহলে বিডিআর সদস্যরাও সেটি প্রতিহত করবে। ফলে সংঘাত আরো বড় আকার ধারণ করতে পারে। এতে সাধারণ মানুষের অনেক প্রাণহানি হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছিল। সেজন্য আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনের ওপর জোর দেয়া হয় বৈঠকগুলোতে। তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায়, তিন বাহিনী প্রধান বিকেলের দিকে আবারো প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে বসেন। বেলা এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে তৎকালীন স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং হুইপ মির্জা আজম পিলখানার দিকে যান। তখন পিলখানার ভেতর থেকে গুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। এমন অবস্থায় তারা পিলখানার কাছাকাছি যেতে পারেননি। তারা কয়েক ঘণ্টা বেশ খানিকটা দূরত্বে অবস্থান করেন। হ্যান্ড মাইকে নিজেদের পরিচয় দিয়ে তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাদের পাঠিয়েছেন আলোচনার জন্য। গোলাগুলি বন্ধ করে বিদ্রোহী জওয়ানদের আলোচনায় বসার আহবান জানান জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মির্জা আজম। এসব ঘটনা যখন ঘটছিল বিবিসির এই সংবাদদাতা তখন সেখানেই ছিলেন। হ্যান্ড মাইকে ঘোষণা দিয়ে তখন তারা দুটি মোবাইল টেলিফোন নম্বরও দেন এবং সে নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করার আহবান জানান তারা। কিন্তু তাদের এসব কথায় গুরুত্ব দেয়নি বিদ্রোহী জওয়ানরা। তবে বেলা তিনটার দিকে জাহাঙ্গীর কবির নানকের সাথে যোগাযোগ করেন একজন বিডিআর কর্মকর্তা। এরপর বিদ্রোহী জওয়ানরা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসেন এবং গুলির শব্দ কমে আসে। বিকেল তিনটার দিকে জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মির্জা আজম সাদা পতাকা হাতে পিলখানার ভেতরে প্রবেশ করেন। সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন যমুনায় বৈঠকে বসেন বিডিআর-এর ১৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। বিকেল চারটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত এই বৈঠক চলে।

দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের মাধ্যমে জানা যায়, বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি দল যখন প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে বসেন তখন যমুনায় উপস্থিত ছিলেন তিন বাহিনীর প্রধান। কিন্তু তারা সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। বৈঠক শেষে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী বিডিআর জওয়ানদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। তাদের সব দাবি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তৎকালীন স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক প্রধানমন্ত্রী পক্ষে এসব কথা গণমাধ্যমকে জানান। এসব বৈঠকে বিডিআর-এর তৎকালীন উপ-সহকারী পরিচালক তৌহিদও উপস্থিত

ছিলেন। বিডিআর সদস্যরা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা অস্ত্র জমা দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পরে বিডিআর-এর প্রতিনিধি দলটি পিলখানায় ফিরে আসলেও বিদ্রোহী জওয়ানদের একটি অংশকে শান্ত করতে পারেনি। সে বৈঠকের পর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন পিলখানার ভেতরে যান অস্ত্র জমা নিতে। কিন্তু ভিন্ন আরেকটি পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিদ্রোহী জওয়ানদের একটি অংশ বলে যে সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রত্যাহার না করা হলে তারা অস্ত্র সমর্পণ করবেন না। এ অবস্থা চলে রাত প্রায় ১১টা পর্যন্ত। এদিকে পিলখানার ভেতরে অবস্থানরত বিদ্রোহী বিডিআর জওয়ানদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানকার বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। এছাড়া টেলিফোন সংযোগও বিচ্ছিন্ন করা হয় যাতে তারা বাইরে যোগাযোগ করতে না পারে। এছাড়া বেলা এগারোটার দিকে পিলখানা ও রাজধানীর বাইরে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখা হয়েছিল। বিকেল চারটা পর্যন্ত এই নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখা হয়। বিদ্রোহের দ্বিতীয় দিন বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটার দিকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ প্রচার করা হয়। জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন,"ভাইয়ের বুকে গুলি চালাবেন না। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আপনার বোনকে বিধবা করবেন না। পিতা-মাতাকে সন্তানহারা করবেন না। অস্ত্র সংবরণ করে ব্যারাকে ফিরে যান।" প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে একই সাথে সতর্ক করে দেন বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের। অস্ত্র সমর্পণ করে ব্যারাকে ফেরত না গেলে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে বলে তিনি হুশিয়ারি দেন। "আপনাদের সমস্যা সম্পর্কে সজাগ থেকে ধৈর্য সহকারে তা সমাধানের চেষ্টা করছি। এমন পথ বেছে নেবেন না যে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়।" প্রধানমন্ত্রী বলেন তিনি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চান। "আমি শক্তি প্রয়োগের বদলে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালাতে থাকি। ইতোমধ্যে তাদের সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছি," ভাষণে বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই হুঁশিয়ারির পর থেকেই খবর আসতে শুরু করে যে বিদ্রোহীরা অস্ত্র সমপর্ণ করবে। একের পর এক বৈঠক ও নানা উত্তেজনার মধ্যে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটায় বিদ্রোহীরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের কাছে অস্ত্র সমর্পণ শুরু করেন। তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পিলখানার ভেতরেই ছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে তৎকালীন আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলাম ও পুলিশের তৎকালীন মহাপরিদর্শক নূর মোহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন। পিলখানার ভেতরে বিভিন্ন বিডিআর কর্মকর্তাদের অনেক পরিবার আটক ছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন অনেকের ফ্ল্যাটের দরজায় নক করে তাদের ডেকে বের করে আনেন। তবে বিদ্রোহীদের একটি গ্রুপ অস্ত্র সমর্পণের ক্ষেত্রে কিছুটা দ্বিধায় ছিল।

দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিদ্রোহীদের একটি গ্রুপ খুবই ধীর গতিতে অস্ত্র জমা দিচ্ছে. যাতে তাদের অস্ত্র জমা নিতে ভোর হয়ে যায়। তাদের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক বিরাজ করছে যে অস্ত্র জমা দেবার পর তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়া হতে পারে অথবা আক্রমণ হতে পারে। "যে মুহূর্তে ব্রিদ্রোহীদের একটি অংশ অস্ত্র সমর্পণ করছে, ঠিক সে মুহূর্তেই অন্য আরেকটি অংশ মাইকে ধানমন্ডি এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিচ্ছে তারা যাতে সেনাবাহিনীর কাউকে আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেন। কোনো ভবনে সেনাবাহিনীর কাউকে আশ্রয় দেয়া হলে মর্টার ও গ্রেনেড মেরে সে ভবন উড়িয়ে দেবারও হুমকি দেয় তারা।" তবে পুলিশের কাছে পিলখানার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বেশিরভাগ বিডিআর সদস্য পিলখানা থেকে পালিয়ে যায়। এরপর সেনাবাহিনী পিলখানার দায়িত্ব নেয়ার পর পালিয়ে যাওয়া সব বিডিআর সদস্যকে পিলখানায় হাজির হতে নির্দেশ দেয়া হয়। পিলখানায় বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে সংসদও সে সময় সরগরম হয়ে ওঠে। তখন বিরোধী দলে ছিল খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব বিএনপি। সেদিন সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত হননি কেন সে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিএনপির সংসদ সদস্যরা। তারা সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে একটি বিবৃতি দাবি করেন।

তৎকালীন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদীন ফারুক সংসদে বলেন, "সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল সংসদই সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু সেই সংসদে এই ঘটনা নিয়ে কোনো বিবৃতি দেয়া হয়নি।" সরকারি দলের তরফ থেকেও পাল্টা জবাব দেয়া হয়। সরকারি দলের তৎকালীন চিফ হুইপ আব্দুস শহীদ বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টি গণমাধ্যমে জানিয়েছেন এবং সংসদেও বিবৃতি দেবেন। মি. শহীদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্ব পালন করছেন। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং বিডিআর সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া গুলশানের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বিডিআর সদস্যদের প্রতি সরকারের সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা একটি কৌশলগত ভুল। খালেদা জিয়া বলেন, পরিবার-পরিজন আটক থাকা অবস্থায় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ছিল সরকারের কৌশলগত বিরাট ভুল। "এতে হতাহতের সংখ্যা আরো বেড়ে গেছে বলে আমি জানতে পেরেছি। জাতি জানতে চায়, সাধারণ ক্ষমার পর অস্ত্র সমর্পণ করে হত্যাকারীরা কীভাবে পালিয়ে যেতে পারল? " ২৭শে ফেব্রুয়ারি রাতে তৎকালীন সেনাপ্রধান মঈন ইউ আহমদের নেতৃত্বে ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে তার সাথে বৈঠক করেন। সেখানে সেনাবাহিনীর তরফ থেকে কিছু দাবি তুলে ধরা হয়। বৈঠক শেষে মঈন ইউ আহমদ সাংবাদিকদের বলেন, সারাদেশ থেকে সেনাবাহিনীর সদস্যদের কাছ থেকে কিছু পয়েন্টস বা দাবি তারা সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলো প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছেন। প্রধানমন্ত্রী সেসব দাবি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। সে বৈঠকের কথা উল্লেখ করে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা তাদের প্রতিবেদনে লিখেছিল, প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে সেনাবাহিনীতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে

সরকারের হস্তক্ষেপ না করা, সেনা কর্মকর্তাদের হত্যার ঘটনায় জড়িতদের কোর্ট মার্শাল করে সাজা দেবার দাবি তুলে ধরা হয়।

এই বৈঠকের পরে সেনাবাহিনীর তৎকালীন প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল এম এ মোবিনের একটি বিবৃতি বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। সেখানে তিনি বলেন, বিদ্রোহীদের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। জেনারেল মোবিন বলেন, "প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার অর্থ এই নয় যে যারা সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করেছে, বিদ্রোহ সংগঠিত করেছে এবং অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য জঘন্য অপরাধ করেছে তাদের জন্য তা প্রযোজ্য হবে।" জেনারেল মোবিনের এই বিবৃতি স্পষ্টতই সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও সদস্যদের আশ্বস্ত করার জন্যই দেয়া হয়েছিল। কারণ, বিষয়টি নিয়ে সেনা সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল। অন্যদিকে দিনের বেলায় পিলখানার ভেতরে গণকবর থেকে ৩৮ সেনা কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সবমিলিয়ে বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

১৫ বছর পরে বিডিআর বিদ্রোহের বিচার এখন যে অবস্থায় আছে

বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় ১৫ বছর পার হলেও শেষ হয়নি দুই মামলার চূড়ান্ত বিচার। একটি মামলা আপিল পর্যায়ে থাকলেও আরেকটি মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ এখনো শেষ হয়নি। ফলে আলোচিত এই ঘটনার বিচার কবে শেষ হবে, তা বলতে পারছেন না রাষ্ট্রপক্ষ বা আসামিপক্ষের কোনো আইনজীবী। এ ঘটনায় করা হত্যা মামলায় বিচারিক আদালতের পর হাইকোর্টেও কার্যক্রম শেষ হয়েছে। তবে মামলাটি আপিল বিভাগে গিয়ে আটকে রয়েছে। কারণ বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক আসামির এ মামলা শুনানি করতে আপিল বিভাগে পৃথক বেঞ্চ প্রয়োজন যা এই মুহূর্তে নেই। অনেকে হত্যা মামলায় খালাস পেলেও বা বিদ্রোহের মামলায় সাজা খাটা শেষ হলেও তাদের বিরুদ্ধে এখনো বিস্ফোরক মামলা রয়েছে। আর বিস্ফোরক আইনের মামলাটি এখনো সাক্ষ্য-গ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে। ফলে নিহতদের পরিবার যেমন বিচারের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে, তেমনি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তাদের পরিবারগুলোও রয়েছে অসহায় পরিস্থিতিতে। হত্যা মামলায় বিচারিক আদালতেই খালাস পেয়েছেন সে সময় পিলখানায় কর্মরত সুবেদার আব্দুর রশিদ। এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ হাইকোর্টে কোনো আপিল করেনি। তবে তার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মামলা রয়েছে। গত ১৫ বছর ধরে কারাগারেই রয়েছে এই আসামি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আব্দুর রশিদের ছেলের আক্ষেপ "হত্যা মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরও আর কতদিন মুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বিস্ফোরক আইনের মামলাটিতে ঠিক মতো সাক্ষ্যও নেয়া হয় না"। "শুধু বিস্ফোরক মামলার জন্য আর কত অপেক্ষা করতে হবে। যেখানে মূল মামলায় রায় হয়েছে। অথচ একই সময়ে করা আরেক মামলা এখনো ঝুলছে। আদৌ কখন শেষ হবে, জানে না কেউ" বলেন তিনি। "এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হোক আমরাও চাই। কিন্তু বিচারের নামে নিরপরাধ ব্যক্তিদের দীর্ঘদিন ধরে আটক রাখা কোনোভাবেই ন্যায়বিচার হতে পারে না" দাবি তার। ২০০৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি ঘটনার দিন পিলখানায় গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত ছিলেন হাবিলদার জোবায়দুল করিম। সে সময় ক্লাস নাইনে পড়তেন তার মেয়ে রেবা। রেবা জানান, "দীর্ঘ ১৫ বছরে মামলা পরিচালনা এবং সংসার চালাতে গিয়ে এখন প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে পরিবারটি। একদিকে, কারাগারে থাকা অসুস্থ বাবার চিকিৎসার খরচ যেমন যোগাতে হয়; অন্যদিকে অসুস্থ মায়ের খরচ ও বহন করতে হয়।" বিচারিক আদালতে হত্যা মামলার রায়ে আসামি জোবায়দুল করিমের দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। যে সাজা এরই মধ্যে ভোগ করা শেষ হয়েছে। এছাড়া বিডিআর আইনের মামলায় বিদ্রোহের পাঁচ বছরের সাজা ভোগ ও শেষ হয়েছে এরই মধ্যে। কিন্তু এখনও বিস্ফোরক আইনের মামলাটি বিচারিক আদালতে সাক্ষ্য-গ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে। যেহেতু ফৌজদারি আইনে করা দুই মামলার আসামিই এক, তাই সাজা ভোগ শেষ হলেও আরেক মামলার বিচার চলমান থাকায় এসব আসামিদের জামিন পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসামি জোবায়দুলের মেয়ে রেবার আকুতি হয় দ্রুত বিস্ফোরক মামলা শেষ করে রায় দেয়া হোক নতুবা জামিন দেয়া হোক তার বাবার। "আমরাও চাই হত্যাকাণ্ডের বিচার হোক, কিন্তু এভাবে মানুষগুলোকে কষ্ট দেয়া কেন? আমরা এর শেষ চাই। এভাবে আর কতদিন" প্রশ্ন তোলেন রেবা। আসামিপক্ষের আইনজীবী আমিনুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে জানান, "বিচারিক আদালত থেকে খালাস পাওয়া ২৭৮ জনের মধ্যে বর্তমানে খালাস অবস্থায় আছেন ২৪৮ জন।" "আর দশ বছরের সাজা ভোগ শেষ হয়েছে এমন আসামির সংখ্যা ২৫৬ জন। অর্থাৎ এমন অন্তত পাঁচশ জন আসামি রয়েছেন যারা শুধু বিস্ফোরক মামলার কারণে কারাগারে রয়েছেন" বলেন মি. ইসলাম। তিনি বলেন, "রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করেনি বা একেবারেই নির্দোষ এরকম আসামিদের পক্ষে অন্তত ৪০টি জামিন আবেদন হাইকোর্টে করা হয়েছে। কিন্তু আনফরচুনেটলি এখনো কোনো জামিন পাইনি। আমরা বিভিন্ন বেঞ্চে ঘুরছি, কোন বেঞ্চেই শুনানি করতে পারিনি, বা জামিন করাতে পারিনি। আমরা বুঝতে পারছি হয়ত জামিন পাবো না বা করাতে পারবো না"। মি. ইসলাম বলেন, "আমরা রাষ্ট্রপক্ষকে বার বার বলেছিলাম যাতে দ্রুত মামলাটি শেষ করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ এই ব্যাপারে খুবই নির্লিপ্ত। বিচারিক আদালত ও হাইকোর্ট দুই জায়গাতেই তাদের এই নির্লিপ্ততা দেখি।" শুধু একজন আসামিকে একবার হাইকোর্ট জামিন দিলেও রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনে আপিল বিভাগে ওই জামিন স্থগিত হয়ে যায় বলে জানান মি.ইসলাম। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারি পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় বিডিআরের তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদসহ ৫৭ জন সেনা

কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন। এই ঘটনার চার বছর পর ২০১৩ সালের পাঁচই নভেম্বর বিচারিক আদালতে হত্যা মামলাটির রায় হয়। এখনো পর্যন্ত এ মামলাটিতেই বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ সংখ্যক আসামি। ৮৫০ জন বিডিআর সদস্যের বিচার হয় এ মামলাটিতে। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ১৫২ জনকে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয় ১৬০ জনকে। বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয় ২৫৬ জনকে। বিচারিক আদালতের এ রায়েই খালাস পেয়েছেন ২৭৮ জন। আর মামলার রায় হওয়ার আগেই মারা গেছেন চারজন। রায় ঘোষণার পর মারা যান আরো এগারজন। বিচারিক আদালতের রায়ে দেয়া মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন ও আসামিদের আপিলের শুনানি শেষে ২০১৭ সালের ২৬ ও ২৭শে নভেম্বর দুই দিনব্যাপী রায় দেয় হাইকোর্ট। ওই রায়ে বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ১৫২ জনের মধ্যে ১৩৯ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়। পাঁচজনকে খালাস দেয়া হয়। আটজনকে মৃত্যুদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। বিচারিক আদালতে ১৬০ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মধ্যে ১৪৬ জনের সাজা বহাল রাখে হাইকোর্ট। আর ১৪ জনকে খালাস দেয়া হয়। এছাড়া খালাস পাওয়া ২৭৮ জনের মধ্যে ৬৯ জনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করে রাষ্ট্রপক্ষ। এদের মধ্যে ৩১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় হাইকোর্ট। ফলে হাইকোর্টে মোট ১৮৫ জনকে যাবজ্জীবন সাজা দেয়া হয়। আর চারজনকে সাত বছরের কারাদণ্ড ও ৩৪ জনের খালাসের আদেশ বহাল রাখে হাইকোর্ট। বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয় ২২৮ জনকে। খালাস দেয়া হয় ২৮৩ জনকে। এই রায়ের আগেই ১৫ জন মারা যান। ফলে ৮৩৫ জনের বিচার ও সাজা হয়। ২০১৭ সালে হাইকোর্টের রায় হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয় ২০২০ সালের জানুয়ারিতে। এরপরই রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষ উভয়েই লিভ টু আপিল ও আপিল করে। হাইকোর্টের রায়ে যারা খালাস পেয়েছেন এবং মৃত্যুদণ্ড থেকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়েছে এমন ৮৩ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ ২০টি আপিল করেছে। এছাড়া মৃত্যুদণ্ড হয়েছে এমন ৬৩ আসামির পক্ষে খালাস চেয়ে ৩৫টি আপিল দায়ের করা হয়েছে। খালাস থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে এমন ৩০ জন আসামির পক্ষে চারটি আপিল করা হয়েছে। যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত এমন ১৩২ জন ২৯টি লিভ টু আপিল করেছে। তবে, গত চার বছরেও এসব আবেদনের শুনানি হয়নি। এরই মধ্যে এ বছরের ১৩ই ফেব্রুয়ারি একটি আপিল বিভাগের কার্যতালিকায় শুনানির জন্য এসেছে বলে জানা যায়।

কিন্তু এই মুহূর্তে আপিল বিভাগে এত বিশাল সংখ্যক আসামি ও মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন মামলার শুনানি করা কঠিন বলে মনে করছে রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষ উভয়েই। কারণ আপিল বিভাগে এখন বিচারপতি রয়েছেন ছয়জন। এ মামলার শুনানি করতে হলে বেঞ্চে তিনজনের বেশি বিচারপতি থাকতে হবে। কারণ হাইকোর্টের রায়ে তিন জন বিচারপতির বেঞ্চ ছিল। আবার আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্যে একজন বিচারপতি হাইকোর্টের বেঞ্চে ছিলেন। ফলে তিনি আপিল বিভাগের শুনানিতে থাকতে পারবেন না। আবার এই মামলার শুনানি শুরু করলে অন্য সব মামলার শুনানি থমকে যাবে বলে মনে করছেন আইনজীবীরা। অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আপিল বিভাগে নতুন বিচারপতি নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত এই মামলার শুনানি করা কঠিন হবে।" "কারণ তিনজনের বেশি বিচারপতির বেঞ্চ হতে হবে। আপিল বিভাগে ছয়জনের মধ্যে একজন হাইকোর্টে মামলার রায়ে ছিলেন। ফলে এখানকার পাঁচজনের মধ্যে চারজন যদি শুনানি করতে যান তবে অন্য সব মামলার শুনানি করা কষ্টসাধ্য হবে"। "এছাড়া এই মামলার পেপারবুক প্রায় ৩৩ হাজার পৃষ্ঠার, আসামির সংখ্যা ও মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যাও বেশি। ফলে এই মামলার শুনানি করতে একটা পৃথক বেঞ্চ প্রয়োজন" বলেন মি. আমিন।

কবে নাগাদ আপিল বিভাগে নতুন বিচারপতি নিয়োগ হতে পারে এমন প্রশ্নে তিনি জানান, "খুব শিগগিরই নিয়োগ হবে নতুন বিচারপতি।" একই বক্তব্য আসামিপক্ষের আইনজীবী আমিনুল ইসলামের। তিনি বলেন, " আপিল যাতে দ্রুত শুনানি করা যায়, পৃথক বেঞ্চ বা অন্য কোনো উপায়ে শুনানি করা যায় কি না সে উদ্যোগ নিতে রাষ্ট্রপক্ষকে বেশ কয়েকবার বলেছি। এমনকি বিস্ফোরক মামলাটিরও দ্রুত শুনানি শেষ করতেও তাদের বলেছি। তবে তারা এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত।" ২০১০ সালে হত্যা মামলার সাথেই এ মামলার বিচার শুরু হয়। কিন্তু মাঝে বেশ কয়েক বছর বন্ধ ছিল এ মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ। আসামিপক্ষের আইনজীবী আমিনুল ইসলামের অভিযোগ, "বিচারিক আদালতে বিস্ফোরক মামলার বিচারের ধীরগতি রাষ্ট্রপক্ষের একটা কৌশল।" তিনি বলেন, "২০১০ সালে যখন দুই মামলার বিচার শুরু হয় তখন রাষ্ট্রপক্ষ আবেদন দিয়ে হত্যা মামলার দ্রুত শুনানি ও বিস্ফোরক মামলায় স্থগিতাদেশ চায়। ফলে সে সময় বন্ধ হয় বিচার।" "ফলে হত্যা মামলার দ্রুত বিচার হাইকোর্ট পর্যন্ত হলেও এখনও লোয়ার কোর্টে শেষ হয়নি বিস্ফোরক মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ। খুবই ধীরগতি। এক মাসে হয়তো এক – দুইটা শুনানির দিন দেয়া হয়। অনেক সময় নির্ধারিত দিনেও হয়না শুনানি। মাঝে দীর্ঘদিন শুনানি বন্ধ ছিল। আবার বিচারক ও অনেক সময় থাকে না।" "আবার হত্যা মামলায় ম্যাজিস্ট্রেটদের সাক্ষ্য মাত্র তিন মাসে নেয়া হয়েছে অথচ এই মামলায় এসব সাক্ষ্য একবছরের বেশি হলেও শেষ করা হচ্ছে না। এটা রাষ্ট্রপক্ষের একটা কৌশল যাতে মামলাটার ধীরগতি হয় যাতে ততদিনে মানুষগুলো ন্যাচারাল পানিশমেন্ট পায়" বলছিলেন মি. ইসলাম। বিচারিক আদালতে থাকা বিস্ফোরক মামলাটিতে প্রায় সাড়ে তেরোশ জন সাক্ষী রয়েছে। সব সাক্ষীর সাক্ষ্য নেয়া হবে কি না সে বিষয়টি রাষ্ট্রপক্ষ এখনও পরিষ্কার করেনি বলে জানান মি. ইসলাম। তবে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা এ এম আমিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বিচার বিলম্ব নানা কারণে হতে পারে। যারা সাক্ষী দেন অনেকেই দেখা যায় বদলি বা রিটায়ার করে। এ থেকে মুক্তির প্রতিকার আইনেই রয়েছে। সে অনুযায়ী আসামিপক্ষ ব্যবস্থা নিতে পারে।" এছাড়া "রাষ্ট্রপক্ষ যখন মূল মামলা সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ হয় মনে করে তখন

তারা আর বাকি সাক্ষ্য নাও নিতে পারে" বলে জানান অ্যাটর্নি জেনারেল। তিনি বলেন, "বিচারের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী ও আসামি দুই পক্ষেরই ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হয়। আবার কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি যাতে সাজা না পায় এবং কোনো অপরাধী যাতে আইনের ফাঁকফোকর গলে বের না হয় সেটাও দেখতে হবে।" এ মাসের ২৮ ও ২৯ তারিখ এ মামলায় সাক্ষ্য-গ্রহণ রয়েছে। এরই মধ্যে ২৭৩ জনের সাক্ষ্য নেয়া হয়েছে। তবে, এভাবে ধীরগতি হলে কবে বিস্ফোরক মামলার শুনানি শেষ হবে বিচারিক আদালতে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে বলে জানান আসামিপক্ষের আইনজীবী আমিনুল ইসলাম। মহানগর দায়রা জজ আদালতে মামলাটির রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মোশাররফ হোসেন কাজল। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এখন মাসে চারদিন মামলাটির সাক্ষ্য নেয়া হচ্ছে। আরো অন্তত ২০০ জনের সাক্ষ্য নেয়া হবে।" তাহলে কবে নাগাদ মামলাটির শুনানি শেষ হবে এমন প্রশ্নে মি. হোসেন বলেন, "যেভাবে এখন সাক্ষ্য হচ্ছে তাতে এ বছরই মামলার শুনানি শেষ হবে।" তবে, মামলাটির ধীরগতি নিয়ে আসামিপক্ষের করা অভিযোগ অস্বীকার করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মি. হোসেন। তবে মামলা ২০১০ সালে স্থগিত হওয়া নিয়ে পাল্টা অভিযোগ করেন মি. হোসেন। তার দাবি " ২০১০ সালে আসামিপক্ষের আবেদনেই এ মামলার বিচার স্থগিত হয়। হত্যা মামলার সাথে হলে একসাথেই হতো। প্রসিকিউশনের এক্ষেত্রে কিছু করার নেই। পরে করোনা আসে।" "এছাড়া এ মামলায় ১৩৯ জন ফাঁসির আসামি তাদের আনা নেয়ায় নিরাপত্তার বিষয় রয়েছে। এখানে প্রসিকিউশনের সময় নষ্টের কোনো সুযোগ নেই। কোনোদিন প্রসিকিউশন সময় নেয়নি। যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা ঢালাও অভিযোগ" বলছেন আইনজীবী মোশাররফ হোসেন কাজল। বিডিআর বিদ্রোহের এই বিচার কাজ নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ২০১২ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সে সময় ওই প্রতিবেদনে বলা হয় রাষ্ট্রীয় হেফাজতে অন্তত ৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত দশ বছরে মৃত্যুর সংখ্যা আরো বেড়েছে বলে জানান আইনজীবীরা। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

সংসদে সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজনীয়তা আর কত দিন?

নারী ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা শুরু হয়েছিল আজ থেকে ৫২ বছর আগে। অর্ধযুগের বেশি সময় পার হলেও এভাবে নারী ক্ষমতায়ন কতটা নিশ্চিত করা যাচ্ছে, তা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্নটি উঠছে এই কারণে যে, মনোনয়ন বাড়লেও সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়ে আসা নারী সংসদ সদস্যের সংখ্যা এর আগের জাতীয় নির্বাচনের তুলনায় কমেছে। এবার তিনশোটি আসনের মধ্যে নারীরা জিতেছে মাত্র ২০টিতে। একাদশ সংসদে এই সংখ্যা ছিলো ২২ জন। এমনকি গত চারটি নির্বাচনে এই সংখ্যা ১৮ থেকে ২২ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন অবস্থায় সব প্রক্রিয়া শেষে রোববার দ্বাদশ সংসদের জন্য সংরক্ষিত ৫০ আসনের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত নারী এমপিদের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশিত হবে। এদের মধ্যে ৪৮ জনই আওয়ামী লীগের, আর বাকি দু'জন জাতীয় পার্টির। এবার আওয়ামী লীগ থেকে এমন তিনজনকে সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে, যাদের কেউ কেউ মন্ত্রী ছিলেন, ছিলেন সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যও। দলীয় মনোনয়ন পেয়েও কেউ কেউ জিততে পারেননি, পরবর্তীতে তাদেরই বানানো হচ্ছে সংরক্ষিত আসনের সাংসদ। সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টিও দু'জনকে মনোনয়ন দিয়েছে, যারা সাধারণ আসনে দলীয় মনোনয়ন পেয়েও পরাজিত হয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সংসদ সদস্য হওয়া অনেকের পারিবারিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। শীর্ষ নেতারা তাদের আত্মীয় স্বজনদের সংসদে নিয়ে আসছেন এই প্রক্রিয়ায়। তবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দাবি, সংরক্ষিত নারী আসনে কাউকে পুর্নবাসন করা হয়নি। যাদের মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তাদের সব যোগ্যতাই বিবেচনা করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক কমিটমেন্টকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। যারা এ নিয়ে সমালোচনা করছে সেটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। তবে আওয়ামী লীগ সবদিক বিবেচনা করেই মনোনয়ন দিয়েছে"। আইন বিশ্লেষক শাহদীন মালিকের মতে, ১৯৭২ সালে যে প্রেক্ষাপটে সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন চালু হয়েছিল এখন সেই প্রয়োজনীয়তা খুব একটা নেই। নারীর ক্ষমতায়ন বাড়াতে হলে এখন সাধারণ আসনেই নারী মনোনয়ন বৃদ্ধি করতে হবে। এ জন্য প্রচলিত আইনের সংস্কারেরও তাগিদ দিচ্ছেন তারা। ১৯৭২ এর সংবিধানে তিনশো নির্বাচনি এলাকায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা হয়। তখন একটি উপধারায় এ ঘোষণাও দেওয়া হয় যে 'সংবিধান প্রবর্তন হইতে ১০ বৎসরকাল অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ' ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত ১৫টি আসন কেবল নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তাঁরা আইন অনুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। তখনকার আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ১০ বছরের জন্য ১৫টি নারী আসন সংরক্ষিত রাখা এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচন খুবই স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মত ছিল। সংবিধান প্রণেতারা ধারণা করেছিলেন, পরবর্তী দশ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে, তখন আর সংরক্ষিত নারী আসন রাখার প্রয়োজন হবে না। নারীদের অনেকেই সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। পঁচাত্তরের পর সামরিক শাসনের মধ্যে সংবিধানের এই ধারায় পরিবর্তন আনা হয়। সামরিক ফরমান দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র ৬ নম্বর সংশোধন আদেশ, ১৯৭৮ দ্বারা '১০ বৎসরকালের' জায়গায় করা হয় ১৫ বছর এবং নারীদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ১৫ থেকে বাড়িয়ে করা হয় ৩০।

আইনজীবী শাহদীন মালিক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "১৯৭২ সালে যখন এই আইনটি তৈরি করা হয় তখনকার প্রেক্ষাপটে তা ছিল যুক্তিসঙ্গত ও সময়োপযোগী। এখন এটা লোভ দেখানো আর আত্মতুষ্টির বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে কমে গেছে"। ২০১৮ সালে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ আরও ২৫ বছর বাড়ানো হয়। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিতদের কার্যপরিধির ব্যাপ্তি বা দায়িত্বের বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধানে আলাদাভাবে উল্লেখ নেই। সংবিধানে শুধু বলা আছে, সংরক্ষিত আসন থাকতে হবে, সেটির সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। রাজধানী ঢাকা থেকে প্রথমে সংরক্ষিত ও পরে সাধারণ আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন সানজিদা খানম। দ্বাদশ সংসদে তিনি দলীয় মনোনয়ন পেয়েও জিততে পারেননি। কিন্তু আবারো তাকে দলীয় মনোনয়ন দেয়া হয়েছে সংরক্ষিত আসনে। সানিজদা খানম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সংবিধান অনুযায়ী যে ৫০টি আসন নারীর জন্য সে অনুযায়ী নারী তার ক্ষমতায়নে কাজ করবে। মানুষের কল্যাণে কাজ করাই সংরক্ষিত আসনের উদ্দেশ্য।" সংসদে আইনপ্রণেতা হিসেবে একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্যের মতো সমান অধিকার থাকে একজন সংরক্ষিত আসনের সদস্যের। একজন সংরক্ষিত আসনের সদস্যকে সর্বোচ্চ দুটি জেলার দায়িত্ব দেয়া হয়। কাউকে কাউকে একটি জেলারও দায়িত্ব দেয়া হয়। একটি নির্বাচনি আসনে জনগণের ভোটে বিজয়ী সদস্যদের পাশাপাশি ওই এলাকার জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত আসনের সদস্যরা এলাকার বিভিন্ন ইস্যু সংসদে উপস্থাপন করার অধিকার রাখেন। সংসদে এবারে আওয়ামী লীগ মনোনীত সংরক্ষিত আসনের এমপি প্রার্থী সানজিদা খানম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সাধারণ মানুষেরা মনে করে মহিলা এমপিদের কাজ নাই। তাদের কাজ আছে, নাই যে এমন না। তবে উন্নয়ন কাজে সংরক্ষিত এমপিদের অংশগ্রহণ সাধারণ আসনের কাছাকাছি বাড়ানো প্রয়োজন।" সাবিনা আক্তার তুহিন একাদশ সংসদে সংরক্ষিত আসনের এমপি ছিলেন। এবার তিনি সাধারণ আসনে মনোনয়ন নিয়েছিলেন স্বতন্ত্রভাবে। কিন্তু জিততে পারেননি। তবে এবার সাবিনা আক্তার তুহিন আর সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন পাননি। সাবিনা আক্তার তুহিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "হয়তো আমরা সাধারণ এমপিদের মতো বরাদ্দ পাই না। তবে আমরা এলাকার জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত দিতে পারি সংসদে। বিভিন্ন দুর্ভোগ-দুর্গতি নিয়ে কথা বলতে পারি। সংরক্ষিত আসনের এমপিরা মন্ত্রীর সাথে কথা বলে বরাদ্দ আনতে পারে।" তবে তাদের আইন প্রণয়ন ছাড়া তাদের কাজের পরিধি যে খুব বেশি সেটি মনে করছেন না রাজনৈতিক ও নির্বাচন বিশ্লেষকরা।

তারা বলছেন, সংসদ সদস্যরা আইন প্রণয়ন আর সংসদে কথা বলা ছাড়া খুব বেশি ভুমিকা রাখতে পারেন না। সুতরাং যদি কেউ বলে উন্নয়নে ভুমিকা রাখতে পারে সেটি খুব একটা সঠিক বলে আমার কাছে মনে হয় না। স্থানীয় সরকার বিশ্লেষক তোফায়েল আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সংসদ সদস্যরা মূলত আইন বিভাগের লোক। দৃশ্যত এলাকায় তাদের কোনো কাজ নেই। তারা যা দেখবে সেটা সরকারের কাছে, সংসদের কাছে বলবে। তারা শুধু ডিও লেটার দিতে পারবে কিংবা সংসদে মন্ত্রীকে বলতে পারে।" বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় ছিলেন এমন তিনজনকে এবার সংরক্ষিত নারী আসন থেকে মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামী লীগ। তাদের মধ্যে একজন সাধারণ আসনে দলীয় প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে পরাজিত হয়েছে। সাবেক শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুন্নুজান সুফিয়ান, ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকিকে সংরক্ষিত আসনে এমপি পদে এবার মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামী লীগ। দ্বাদশ নির্বাচনে গাজীপুর-৫ আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ছিলেন মেহের আফরোজ চুমকি। কিন্তু এই নির্বাচনে তিনি দলীয় প্রতীক পেয়েও জিততে পারেননি। ঢাকা-৪ আসনে সানজিদা খানমও দলীয় মনোনয়ন পেয়ে হেরেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে। এমন অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে সংরক্ষিত আসনে কাদেরকে মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে কিংবা যোগ্যতা কী বিবেচনা করা হচ্ছে। সানজিদা খানম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "মনোনয়ন দেন দলীয় প্রধান। যারা দলের ত্যাগী কর্মী, দীর্ঘদিন ধরে রাজপথে আন্দোলন করছেন এমন কাউকেই তিনি মনোনীত করেন সংরক্ষিত আসনে।" তাহলে এক্ষেত্রে মাপকাঠী কী শুধুই দলীয় ত্যাগ, জবাবে সানজিদা খানম বলেন, "মাপকাঠী একেকজনের কাছে একেকরকম। তবে আওয়ামী লীগে ত্যাগের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়"।

গত সংসদে আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত নারী আসন ছিল ৪৩টি। এর মধ্যে খাদিজাতুল আনোয়ার, রুমানা আলী, সুলতানা নাদিরা ও তাহমিনা বেগম এবার সরাসরি আসনে জয়ী হয়েছেন। আগে পেলেও এবার দলীয় মনোনয়ন পাননি সাবিনা আক্তার তুহিন। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "কালো টাকার প্রভাব পিছিয়ে যায় অনেক নারী। সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনীতিতে জড়িত, শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে এমন ব্যক্তিদের মনোনয়ন দেয়া উচিত। যারা দীর্ঘদিন পরীক্ষিত। একজন নারী এমপি যখন হয় তখন একটু কাজ করার সুযোগ পায়।" তবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমরা দেখি কমিটমেন্ট। দলের প্রতি যাদের কমিটমেন্ট থাকে, তাদের যদি পারিবারিক পরিচয়ও থাকে সেটা তো দোষের কিছু না"। জাতীয় পার্টি থেকে এবার যে দু'জনকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তারা এবার সাধারণ আসনে নির্বাচন করেও জিততে পারেনি। ঢাকা-১ আসন থেকে পরাজিত সালমা ইসলাম এবং ঠাকুরগাও-২ আসন থেকে পরাজিত নুরুন নাহার বেগম। দলীয় মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টিও অনেকটা আওয়ামী লীগের পথ অনুসরণ করছে। জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমরা নারী আসনে মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে দেখার চেষ্টা করি তিনি কবে থেকে দল করে। পোড় খাওয়া কর্মী কি না, পাশাপাশি মানুষের জন্য কাজ করার আগ্রহ আছে কি না। এগুলো দেখেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি

এবার।" রাজনীতিবিদদের এই মতের সাথে ভিন্নতা আছে বিশ্লেষকদের। তারা বলছেন, নারী আসনে সংসদ সদস্য হতে এখন সবচেয়ে বড় যোগ্যতা পারিবারিক পরিচয়। সে কারণে মাঠের রাজনীতির সাথে জড়িতর নারীরা অনেক সময় বড় পরিচয় না থাকলে পিছিয়ে পড়েন।

বিশ্লেষক তোফায়েল আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমাদের দেশে সংরক্ষিত আসনে এমপি হিসেবে মনোনয়ন পাওয়ার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি পারিবারিক পরিচয়। বড় নেতার আত্মীয়-স্বজন, মেয়ে-পুত্রবধূ কিংবা স্ত্রী না হলে নমিনেশন পাওয়া কঠিন। এ কারণে অনেক নারী বঞ্চিতও হন"। নারীর ক্ষমতায়নে সংরক্ষিত যে ৫০টি আসন রয়েছে নিয়ম থাকলেও সেখানে কখনোই নির্বাচন হয় না দলীয় সমঝোতার কারণে। সুতরাং দলীয় মনোনয়ন পেয়েই যে কেউ হয়ে যান পাঁচ বছরের জন্য এমপি। তারা নিজেরা কিংবা নারী সমাজকে কতটুকু ক্ষমতায়িত করতে পারেন, সেটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বিভিন্ন সময়। সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক এমপিদের কেউ কেউ বলছেন, সাধারণ আসনে নারীদের দলীয় মনোনয়ন বাড়ানো হলে সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজনীয়তা কমে আসবে। নারী আসনের সাবেক এমপি সাবিনা আক্তার তুহিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সাধারণ আসনে একজন নারীকে প্রতীক দিয়ে ভোট করতে দিলে নারী অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারে। এখন যদি এটা ৫০ শতাংশ না করা যায় অন্তত ৩০ শতাংশ সাধারণ আসনে মনোনয়ন দেয়া উচিত। তাহলে আর সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন পড়বে না"। এমন অবস্থায় দুটি ভিন্ন বক্তব্য উঠে এসেছে বিশ্লেষকদের কথা বার্তায়। একপক্ষ মনে করছেন ৫২ বছর আগে যে উদ্দেশ্য নিয়ে নারী সংসদ সদস্য চালু করা হয়েছিল এখন তার প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ হিসেবে তারা বলছেন, ৫২ বছর আগে নারীরা বিভিন্ন জায়গায় পিছিয়ে ছিলেন। এখন সংসদ কিংবা সরকার সবখানে নেতৃত্ব দিচ্ছে নারীরা। এ অবস্থায় নারী আসন আর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন কেউ কেউ। আইন বিশ্লেষক শাহদীন মালিক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "৭২-এ এটা করা হয়েছিল তখন এই প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। এখন তো এটা মূল্যহীন হচ্ছে। কারণ এই সংসদে কোনো সংসদীয় এলাকা নাই। জবাবদিহিতা নাই। জোড়াতালি দিয়ে যে ৫০ জন করছি, সেটা ৭২ এর প্রেক্ষাপটের সাথে মিলে না"। ড. তোফায়েল আহমেদ মনে করেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে এসে নারী আসনের প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ হিসেবে তিনি বলছেন, এখন যোগ্যদের মনোনয়ন দেয়া হয় না। শুধুমাত্র কিছু সুযোগ-সুবিধা আছে সেগুলো ভোগ করতে দেয়ার জন্য এমপি মনোনয়ন দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। তবে সাবেক নির্বাচন কমিশনার কবিতা খানম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলেও এখনো নারী আসনের গুরুত্ব ফুরিয়ে যায়নি। হয়তো আরো কিছুদিন লাগবে। কিন্তু এখনি বাদ দেয়া উচিত হবে না।" তবে, জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এখন পর্যন্ত মাঠে গিয়ে নির্বাচন করবে নারীরা, সেই পরিবেশ এখনো হয়নি। নির্বাচনে টাকা পয়সার বিষয় আছে। সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজনীয়তা আছে।" আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "হয়ত কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা আমরা পূরণ করতে পারিনি। তবে অনেকদূর আগাতে আমরা সক্ষম হয়েছি। আগামীতে স্বল্প সময়ে আমরা এই লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হব।" (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

ছেলে না মেয়ে? মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না: হাইকোর্ট

মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না বলে রায় দিয়েছে বাংলাদেশের হাইকোর্ট। এক রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে আদালত দেশের হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো যাতে গর্ভাবস্থায় শিশুর লিঙ্গ পরিচয় শনাক্তকরণকে নিরুৎসাহিত করে এবং গাইডলাইন কঠোরভাবে অনুসরণ করে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের এই রায়কে যুগান্তকারী বলছেন এর রিট আবেদনকারী আইনজীবি ইশরাত হাসান। "এই রায়ের পর এখন আর দেশের কোনো হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা ল্যাবরেটরি কোনোভাবেই অনাগত শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করতে পারবে না, অর্থাৎ সন্তানটি ছেলে না মেয়ে তা আর আগে থেকে জানার সুযোগ নেই," বলেন তিনি। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর লিঙ্গ পরিচয় নিষিদ্ধ করার জন্য প্রথমে লিগ্যাল নোটিশ পাঠান এই আইনজীবি। কিন্তু তার জবাব না পেলে জনস্বার্থে রিট পিটিশন দাখিল করেন তিনি। যেটার শুনানি শেষে ২০২০ সালে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ রুল জারি করে গর্ভের শিশুর লিঙ্গ পরিচয় শনাক্ত রোধে নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশ দেয়। চার বছর ধরে সেই শুনানি চলছিল। এর মাঝেই গত ২৯শে জানুয়ারি গর্ভের শিশুর লিঙ্গ পরিচয় শনাক্ত রোধে একটি নীতিমালা তৈরি করে হাইকোর্টে জমা দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। আর আজ এর চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে হাইকোর্টের বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের এক দ্বৈত বেঞ্চ। আইনজীবী ইশরাত হাসান তার রিটের কারণ হিসেবে বলেন দেশে এখনো অধিকাংশ মানুষ ছেলে সন্তান প্রত্যাশা করে এবং পারিবারিক ও সামাজিক প্রত্যাশা পূরণে মায়েরাও ছেলে সন্তান প্রত্যাশা করে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে যাদের এক বা একাধিক কন্যাসন্তান আছে তাদের মধ্যে ছেলে সন্তান নিয়ে একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। "পরীক্ষার মাধ্যমে যখন গর্ভবতী নারী জানতে পারে তার পরবর্তী সন্তান মেয়ে হবে তখন পরবর্তীতে তিনি ডমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হন, যা থেকে মানসিক নির্যাতন এবং কখনো পরিবারের সদস্য দ্বারা শারিরীক নির্যাতনেরও শিকার হন। এতে গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।" এ রায় অমান্য করলে আদালত অবমাননার শাস্তি হবে বলে জানান ইশরাত হাসান। আর যে কেউ চাইলে এ রায় ধরে আইনগত ব্যবস্থাও নিতে পারবে বলে জানান তিনি। এর আগে বিবিসির কাছে এ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছিলেন এই আইনজীবি। তিনি বলেন, "ঢাকার একটি

ডায়াগনস্টিক ক্লিনিকে ২০১৮ সালে নিজের গর্ভজাত সন্তানের অবস্থা দেখতে আল্ট্রাসনোগ্রাম করাতে যাই। ওই রুমে থাকা অবস্থায় আরেকজন মহিলাকে আল্ট্রাসনোগ্রাম করানো হচ্ছিলে তখন। তার সাথে থাকা মহিলা বারবারই সন্তান ছেলে না মেয়ে জানতে চাচ্ছিলে। যখন তাকে জানানো হয় মেয়ে, কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে বাইরে চলে যান তিনি।" ওই আইনজীবী জানান, ওই রুম থেকে বের হয়ে জানতে পারেন ওই ঘটনার আগেও গর্ভে কন্যা শিশু থাকায় বিক্ষুব্ধ হয়েছেন পরিবারের অন্যরা, এমন ঘটনা আগেও আরও অনেক ঘটেছে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আবেদন করা হয় বলে জানান তিনি। এই রায়ের কয়েক সপ্তাহ আগে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর "ন্যাশনাল গাইডলাইন রিগার্ডিং প্যারেন্টাল জেন্ডার সিলেকশন ইন বাংলাদেশ" নামে যে নীতিমালা করে সেখানে বলা হয়, 'কোনও ব্যক্তি, হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ল্যাবরেটরি কোনও লেখা বা চিহ্ন অথবা অন্য কোনও উপায়ে শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করতে পারবে না। এ বিষয়ে কোনও রকম বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না।'

"ডাক্তার, নার্স, পরিবার পরিকল্পনা-কর্মী, টেকনিশিয়ান কর্মীদের নেতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষণ দেবে। এছাড়া নৈতিকতা ও পেশাগত আচরণ বিষয়েও ট্রেনিং দেওয়া হবে।" এই নীতিমালায় আরও বলা হয়েছে, "হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার-সহ মেডিকেল সেন্টারগুলো এই সংক্রান্ত সব ধরনের টেস্টের তথ্য সংরক্ষণ করে রাখবে।" রায়ের পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় আইনজীবি ইশরাত জানান, "এ রায়ে আরও বলা হয়েছে শিশুদের যেসব টেস্ট করা হচ্ছে, যেখানে পরিচয় প্রকাশের সুযোগ আছে সেগুলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিয়মিত ডেটাবেজ আকারে লিপিবদ্ধ করবে ও তুলে ধরবে, এ রায় এভাবে চলমান থাকে।" একইসাথে আদালত বলেছে, গর্ভবতী মা ও শিশুর কল্যাণের জন্য, বা অনাগত সন্তানের সুস্থতা জানতে আল্ট্রাসনোগ্রাফি বা যেকোনো পরীক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু শুধু পেটে থাকা সন্তান ছেলে না মেয়ে তা জানার উদ্দেশ্যে ডাক্তারি পরীক্ষা বা ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টে লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ কোনোভাবেই কাম্য নয়। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

ব্যঙ্গচিত্র আঁকাই কি দুই জাবি ছাত্র বহিষ্কারের আসল কারণ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে ধর্ষণ ও নিপীড়ন বিরোধী গ্রাফিতি আঁকার জের ধরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার ও মামলার ঘটনায় নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে সারাদেশে। এ ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন দেশের ১১১ জন নাগরিক। বহিষ্কৃত দু'জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। একই সাথে তারা ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি মুছে সেই স্থানে গ্রাফিতি আঁকার কারণেই তাদের এক বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মামলাও করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার আবু হাসান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ওখানে বঙ্গবন্ধুর ছবি ছিল। তাই তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে তাদের বহিষ্কার করা হয়েছে।" গ্রাফিতি এঁকে বহিষ্কার হওয়া শিক্ষার্থীদের সাথেও কথা বলেছে বিবিসি বাংলা। তারা বলছেন, যে জায়গায় তারা গ্রাফিতি এঁকেছেন, ঠিক একই জায়গায় ২০১৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের আঁকা গ্রাফিতি ছিল। বহিষ্কৃত ছাত্র ঋদ্ধ অনিন্দ্য গাঙ্গুলি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "জাহাঙ্গীরনগরে একটা গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে আমরা কর্মসূচির অংশ হিসেবে গ্রাফিতি এঁকেছিলাম। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমাদের আন্দোলনকে নষ্ট করা ও এটি থেকে দৃষ্টি ফেরাতে অন্যায়ভাবে আমাদের বহিষ্কার করা হয়েছে।" এ নিয়ে সারাদেশের যে ১১১ নাগরিক বিবৃতি দিয়েছেন, সেখানে তারা বলছেন, "কোনও প্রকার কারণ দর্শানোর নোটিশ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও ডিসিপ্লিনারি সভা ছাড়া বহিষ্কারের ঘটনা চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক; যা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে বিরল ও ন্যক্কারজনক।"

প্রশ্ন উঠছে, শুধুমাত্র গ্রাফিতি আঁকার কারণে নিয়ম না মেনেই কি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করতে পারে প্রশাসন? এই ধরনের সিদ্ধান্তকে গণতন্ত্রহীনতার উদাহরণ মনে করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মাসউদ ইমরান বলেন, "গ্রাফিতি মোছা কোনও ইস্যু না, এটা আসলে একটা রাজনীতি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের নিজেদের অপকর্ম ধামাচাপা দিতে এমন একটি অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসের সাত তারিখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিকী অনুষদের পশ্চিম পাশের দেয়ালে 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি চিত্র মুছে ধর্ষণবিরোধী দেয়ালচিত্র আঁকেন জাহাঙ্গীরনগর ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের সভাপতি অমর্ত্য রায় ও সাধারণ সম্পাদক ঋদ্ধ অনিন্দ্য গাঙ্গুলী। সেই দেয়ালচিত্রে তারা 'ধর্ষণ ও স্বৈরাচার থেকে আজাদী' বাক্যটি জুড়ে দেন। ব্যঙ্গচিত্রে একটি নারীর অবয়ব, ছয়টি মাথার খুলিসহ একটি পতাকা আঁকা হয়। পাশেই লেখা ছিল 'ধর্ষণ ও স্বৈরাচার থেকে আজাদী'। ঋদ্ধ অনিন্দ্য গাঙ্গুলি বিবিসি বাংলাকে বলেন যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি হলো নানা ধরনের প্রতিবাদমূলক গ্রাফিতি অঙ্কন করা। বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে এই দেয়ালচিত্র করা হয়েছিল। গ্রাফিতি আঁকা শিক্ষার্থীদের দাবি, ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সময় অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনগুলো হয় তার একটা বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে গ্রাফিতির মাধ্যমে। এই গ্রাফিতিটিও আঁকা হয়েছিল সেই ধারাবাহিকতায়। তারা বলেন, এ মাসের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বহিরাগত এক গৃহবধূ ছাত্রলীগের নেতাদের হাতে ধর্ষণের শিকার হওয়ার অভিযোগের পর বিষয়টি তারা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেননি। তখন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের এক পর্যায়ে সবার সিদ্ধান্তে ধর্ষণের বিরুদ্ধে

সচেতন করতেই এই গ্রাফিতি এঁকেছিলেন তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলা ভবনের যে জায়গায় গ্রাফিতিটি আঁকা হয়েছে সেটা নিয়ে বিতর্কের পেছনে কিছু কারণ লক্ষ্য করা গেছে।

যে দেয়ালটিতে এই গ্রাফিতি আঁকা হয়েছে, সেখানে ২০১৯ সাল পর্যন্ত কোনও চিত্রকর্ম ছিল না। ২০১৯ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রশাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন যা এক পর্যায়ে উপাচার্য বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মানস চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সে সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ঠিক এই দেয়ালটিতে তৎকালীন উপাচার্য ফারজানা ইসলামকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করে। পরবর্তীতে উপাচার্য ফারজানা ইসলাম দায়িত্ব ছাড়লেও তার অনুসারীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন পদে ছিল। তাদের কাছে হয়তো এই ব্যঙ্গচিত্র পছন্দ ছিল না।" পরে ২০২২ সালে ওই গ্রাফিতি মুছে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি চিত্রকর্ম আঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ। এর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষকও সম্পৃক্ত ছিলেন বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। গ্রাফিতি এঁকে বহিষ্কার হওয়া শিক্ষার্থী অমর্ত্য রায় বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ওই দেয়ালে শিক্ষক রাজনীতির পাওয়ার নিয়ে আমরাই প্রথম ব্যঙ্গ চিত্র করেছিলাম। মুজিব শতবর্ষের সময় ছাত্রলীগ সেটি মুছে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ছবি এঁকেছিল। এখানে সাধারণত বিভিন্ন ইস্যুতে চিত্রকর্ম করে থাকে শিক্ষার্থীরা।" বহিষ্কৃত অপর শিক্ষার্থী ঋদ্ধ অনিন্দ্য গাঙ্গুলি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সেখানে আগে আমাদেরই গ্রাফিতি ছিল। এখন অন্য কেউ গ্রাফিতি করল, পরবর্তীতে আমরা আরেকটা করলাম এটা খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা। গ্রাফিতি তো কোনও অফিসিয়াল আর্ট ওয়ার্ক না। এটা বঙ্গবন্ধুর কোনও অফিসিয়াল পোর্ট্রেট না। এটা নিয়ে এত সিরিয়াস হওয়ার কিছু ছিল না।" শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি মুছে দেয়ালচিত্র আঁকার প্রায় এক সপ্তাহ পর বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের। এর বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে মিছিল ও প্রতিবাদ করে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনটি। এরপর দুই পক্ষের সাথে আলোচনায় বসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আ স ম ফিরোজ উল হাসান। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানের ছবির উপর ছবি এঁকেছে ছাত্র ইউনিয়ন। এটি তাদেরই মুছতে হবে। তবে ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রলীগের এই দাবির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর আ স ম ফিরোজ উল হাসান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "দু'টি সংগঠনের যুক্তিই ঠিক ছিল। বঙ্গবন্ধুর ছবি মোছা যেমন ওদের কোনও ইনটেশন ছিল না, আবার ছাত্রলীগের দাবিও অযৌক্তিক ছিল না। বিষয়টি এমন একটা সংকট তৈরি করে যেটা আসলে আমাদের হাতেও ছিল না।"

এমন অবস্থায় ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে আমরণ অনশনে বসেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দুই নেতা এনামুল হক ও রিয়াজুল ইসলাম। পরে দ্রুত ওই ঘটনা তদন্তে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল্লাহেল কাফি'র নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে রিপোর্ট জমা দিতে সময় দেয়া হয়েছিল সাত দিন। তবে, কমিটি তিন কর্মদিবসের মধ্যেই রিপোর্ট তৈরি করে জমা দেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে। গত ২০শে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সিন্ডিকেট বৈঠকে বসে। তদন্ত কমিটির প্রধান আব্দুলাহেল কাফি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমার ছবি মোছা আর জাতির জনকের ছবি মোছা এক বিষয় না। অর্মত্য রায় ও অনিন্দ্য গাঙ্গুলী কমিটির কাছে তাদের যুক্ত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছে। পরবর্তীতে কমিটি তাদের এক বছরের বহিষ্কারের সুপারিশ করে সিন্ডিকেটের কাছে রিপোর্ট পেশ করে।" তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০শে ফেব্রুয়ারি সিন্ডিকেট ওই দুই শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার এবং একই সাথে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করারও সিদ্ধান্ত দেয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু হাসান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা আমাদের সবার আবেগের জায়গা। তাদের অপরাধ তারা বঙ্গবন্ধুর ছবি অপসারণ করেছে। সেই বিষয়টিই সামনে এসেছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট আমলে নিয়েছে।" বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানস চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ওই শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। এটা তাদের বহুদিন ধরে জমে থাকা উষ্মা। এই বহিষ্কারের মাধ্যমে প্রশাসনের জিদ রক্ষা হলো। আন্দোলন যারা করছে তাদের এলোমেলো করে দেওয়া হলো।" বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "আমরা ভাবছিলাম এটা আমাদের একটা গণতান্ত্রিক চর্চা। আমরা কখনও ভাবিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে। এটাতে আমরা বিস্মিত হয়েছি।" শিক্ষার্থী বহিষ্কারের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। এই ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে গত শুক্রবার বিবৃতি দিয়েছেন ১১১ জন নাগরিক। যেখানে বলা হয়, "আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একতরফাভাবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী অমর্ত্য রায় এবং ঋদ্ধ অনিন্দ্য গাঙ্গুলীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক বছরের জন্য বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছে। একইসঙ্গে রাষ্ট্রীয় আইনে এই দুই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই দুই শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। আমরা মনে করি, এদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা চাতুর্যপূর্ণ।" বিবৃতিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গীতি আরা নাসরীন, নাট্যকার মাসুম রেজা, অধ্যাপক মানস চৌধুরী কবি ও শিল্পী কফিল আহমেদ, অধ্যাপক তানজীমউদ্দিন খানসহ দেশের বিশিষ্ট ১১১ নাগরিক স্বাক্ষর করেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

ভিকারুননিসা স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, যা জানা যাচ্ছে

ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন পুরুষ শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা। অভিযুক্ত শিক্ষকের বরখাস্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রোববার সকালে বিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভও করেছেন তারা। ঘটনাটি ঘটেছে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের আজিমপুর শাখায়। বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দাবি, অভিযুক্ত ওই শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরেই কোচিংয়ে পড়ানোর নামে ছাত্রীদের যৌন হয়রানি করে আসছেন। তবে অভিযুক্ত শিক্ষক অবশ্য যৌন নির্যাতনের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তিনি বিবিসি বাংলার কাছে দাবি করেছেন যে সুনাম নষ্ট করার লক্ষ্যে তাকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্য দিকে, যৌন নির্যাতনের ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই একটি কমিটি গঠন করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা খুঁজে পাওয়া গেছে বলেও তারা বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেছেন। এরপর ওই শিক্ষককে চাকরিচ্যুত না করে আজিমপুর শাখা থেকে প্রত্যাহার করে ঢাকার বেইলি রোডের অধ্যক্ষের কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। তবে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় এখনও কোনও মামলা করা হয়নি। এদিকে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নারীদের জন্য ক্রমেই অনিরাপদ হয়ে উঠছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন মানবাধিকার কর্মীরা। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অন্তত: তিনজন ছাত্রী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। তারা সবাই বিদ্যালয়টির মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী। ঘটনা জানতে অভিযোগকারী তিনজন ছাত্রীর একজনের অভিভাবকের সাথে কথা বলেছে বিবিসি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই অভিভাবক বিবিসি বাংলাকে জানান, অভিযুক্ত শিক্ষক বিদ্যালয়ের পাশেই একটি ভবনে শিক্ষার্থীদের কোচিং করান। মাস কয়েক আগে সেখানে মেয়ে ভর্তি করান তিনি। এরপর কোচিংয়ের আগে-পরে বিভিন্ন সময়ে তার মেয়েকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই অভিভাবক। "মা মা করে বিভিন্ন অজুহাতে উনি ছাত্রীদের শরীর স্পর্শ করেন, তারপর বিষয়টিকে অন্যভাবে না নেওয়ার কথা বলেন" বিবিসি বাংলাকে জানান তিনি। কোচিংয়ে ভর্তি হওয়ার মাসখানেক পর থেকেই ঘটনাটি ঘটে আসছিল বলেও দাবি করেছেন তিনি। "বয়স কম হওয়ায় শুরুতে আমার মেয়েটা বিষয়টি বুঝতে পারেনি। কিন্তু একই ঘটনা কয়েক দিন ঘটার পর সে আমাকে জানায়", নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই অভিভাবক বলেন। তারপর বিষয়টি নিয়ে কোচিংয়ের অন্য অভিভাবকদের সাথে কথা বলেন তিনি। "তারাও তাদের মেয়েদের সাথে কথা বলে একই ঘটনা জানতে পারেন", বিবিসি বাংলাকে বলেন ওই অভিভাবক। এরপর গত সাতই ফেব্রুয়ারি তিনজন ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা মিলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ করেন। "একজন শিক্ষক কীভাবে এমন কাজ করতে পারেন? আমরা এর বিচার চাই", বিবিসি বাংলাকে বলেন ওই অভিযোগকারী ছাত্রীর অভিভাবক। বিষয়টি জানার পর থেকেই অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে আসছে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। রোববার সকালে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে তারা বিক্ষোভও করেছে। অভিযুক্ত শিক্ষককে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করার পাশাপাশি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছে তারা। "উনি শিক্ষক নামের কলঙ্ক। আমরা উনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই" বিবিসি বাংলাকে বলেন আন্দোলনরত এক ছাত্রী।

ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর বিদ্যালয়টির প্রাক্তন ছাত্রীদের মধ্যে থেকেও অনেকে একই অভিযোগ তুলেছেন বলেও দাবি করেছেন বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থী। "তারা এখন আমাদের আন্দোলনে সমর্থন দিচ্ছেন। এ ঘটনার বিচার করতেই হবে", বিবিসি বাংলাকে বলেন আন্দোলনরত আরেক ছাত্রী। এদিকে, শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠায় অভিভাবকদের অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের অনেকেই রোববারের বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দিয়ে আন্দোলনকারীদের সাথে সংহতি জানান। এমনই একজন অভিভাবক ইশতাক জাহান পপি। "লেখাপড়া শেখানোর জন্য এত টাকা-পয়সা খরচ করে যাদের কাছে আমরা বাচ্চাদের পাঠাচ্ছি, তারাই যদি এমন কাজ করে তাহলে আমরা কোথায় যাব?" প্রশ্ন রাখেন তিনি। "আমরা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই, যেন এরকম ঘটনা ভবিষ্যতে আর না ঘটে", বিবিসি বাংলাকে বলেন ইশতাক জাহান পপি। অন্য দিকে, অভিযোগ জানানোর দুই সপ্তাহ পরও কঠোর কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় অভিভাবকদের কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। ইফতেখার মমিন নামের এক অভিভাবক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "একাধিক ছাত্রী একই অভিযোগ করেছে। তারপরও কর্তৃপক্ষ কোন বিবেচনায় উনার চাকরি বহাল রাখে?" তদন্তের নামে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সময়ক্ষেপণ করছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। এ ব্যাপারে এখনও কোনও মামলা করা হয়নি। তবে সন্তোষজনক বিচার না পেলে অভিভাবকরা মামলার পথেই হাঁটবেন বলে জানিয়েছেন মি. মমিন। "স্কুল কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে আমরা মামলা করিনি। কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি না নেওয়া হয়, তখন আমরা প্রয়োজনে মামলা করে বিচার চাইব", বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এছাড়া অভিযুক্ত শিক্ষককের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও ঘোষণা দিয়েছে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের যে শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীরা যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন, তার সাথে কথা বলেছে বিবিসি। অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি দাবি করেছেন, ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাকে 'পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানোর' চেষ্টা করা হচ্ছে। "একদল লোক মিথ্যে এবং বানোয়াট সব অভিযোগ তুলে আমাকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। আমার এত দিনের সুনাম নষ্ট করতে ষড়যন্ত্র করছে", বিবিসি বাংলাকে বলেন অভিযুক্ত ওই শিক্ষক। এই 'একদল লোক' কারা

জানতে চাইলে তিনি নিজ বিদ্যালয়েরই কয়েকজন সহকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। "গত দশ বছরে আমি অনেক সুনাম কামিয়েছি, আমি গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে জায়গা করে নিয়েছি, যা তারা মেনে নিতে পারেনি। এখন প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তারা পেছন থেকে আন্দোলনের কলকাঠি নাড়ছে", অভিযোগ করেন তিনি। কিন্তু অন্য শিক্ষকের কথায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা কেন তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যাবেন? "সবাই তো আন্দোলন করছে না। যাদেরকে আমি পড়াতে রাজি হইনি, বা নিলেও পরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে বের করে দিয়েছি, তারাই এই দলে যোগ দিয়েছে", দাবি ওই অভিযুক্ত শিক্ষকের। গত সাতই ফেব্রুয়ারি লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ। অভিযুক্ত শিক্ষক নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও প্রাথমিক তদন্তে ওই কমিটি যৌন হয়রানির ঘটনার সত্যতা পেয়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কেকা রায় চৌধুরী। "অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করতে আমরা দেড় শতাধিক ছাত্রীর সাথে কথা বলেছি এবং প্রাথমিকভাবে ঘটনার সত্যতা পেয়েছি", বিবিসি বাংলাকে বলেন মিজ রায় চৌধুরী। অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় অভিযুক্ত শিক্ষককে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ঢাকার আজিমপুর শাখা থেকে প্রত্যাহার করে বেইলি রোডে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পরও বরখাস্ত না করে কেন ওই শিক্ষককে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হলো? "তদন্তে আমরা যা পেয়েছি, সেটি ম্যানেজিং কমিটির কাছে তুলে ধরা ধরব। তারপর কমিটি এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে", বিবিসি বাংলাকে বলেন কেকা রায় চৌধুরী।

আগামী সোমবার সন্ধ্যার পর তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের কাছে তুলে ধরা হবে বলেও জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, অভিভাবকদের পক্ষ থেকে তদন্তের নামে সময়ক্ষেপণের যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেটি অস্বীকার করেছেন মিজ রায় চৌধুরী। "দেড় শতাধিক ছাত্রীর সাথে আমরা কথা বলেছি। এটি করতেই তো দু'সপ্তাহ চলে গেল", বিবিসি বাংলাকে বলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের পুরুষ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রায়ই এ ধরনের অভিযোগ উঠছে জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। "বার বার কেন তাদের শিক্ষকদের বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ উঠছে? উঠছে, কারণ তারা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করে না" বিবিসি বাংলার কাছে অভিযোগ করেন এক ছাত্রীর মা। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রতিষ্ঠান প্রধান। "অনেক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই এমন অভিযোগ দেখা যায়। কিন্তু একথা বলতে পারি যে, যৌন নির্যাতনের ঘটনায় আমরা আগেও কখনও ছাড় দিইনি, ভবিষ্যতেও দেব না", বিবিসি বাংলাকে বলেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কেকা রায় চৌধুরী। উল্লেখ্য যে অতীতেও বিভিন্ন সময় এই প্রতিষ্ঠানের পুরুষ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে ২০১১ সালে পরিমল জয়ধর নামের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগ সারা দেশেই আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। ভুক্তভোগী ছাত্রীর বাবা পরবর্তীতে মামলা করলে সে বছরই মি. জয়ধরকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর ধর্ষণের দায়ে ২০১৫ সালে তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেয় আদালত। কিন্তু তারপরও প্রতিষ্ঠানটির পুরুষ শিক্ষকদের বিরুদ্ধ যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠা বন্ধ হয়নি। গত বছরও বিদ্যালয়টির অপর একটি শাখার একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় পরবর্তীতে বরখাস্ত করা হলেও তাকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন অভিভাবকরা। গত এক বছরে সারা দেশে অন্তত: ১৪২জন নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র। নির্যাতিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শিক্ষার্থী রয়েছে বলেও জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। "স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিটি পর্যায়েই এমন ঘটনা ঘটছে", বিবিসি বাংলাকে বলেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) নির্বাহী পরিচালক ফারুখ ফয়সল।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের এ ঘটনাটি এমন একটি সময়ে সামনে এলো, যার কিছু দিন আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তুলেছেন একাধিক নারী শিক্ষার্থী। তারও আগে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। বিচারহীনতার কারণেই এই ধরনের ঘটনা থামানো যাচ্ছে না বলে মনে করছেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) নির্বাহী পরিচালক ফারুখ ফয়সল। "এসব ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নজির সমাজের সামনে খুব নেই। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলো যে ক্রমেই নারীদের জন্য অনিরাপদ হয়ে উঠছে, একের পর এক যৌন নির্যাতনের ঘটনাই যেন সেটি জানান দিচ্ছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ফয়সাল। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য আর্থিক খাতের সংস্কার প্রয়োজন : বিশ্বব্যাংক এমডি

উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে, বাংলাদেশকে সমর্থন করবে বিশ্বব্যাংক। এ কথা জানিয়েছেন বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অপারেশনস) আনা বজেরদে। রবিবার (২৫শে ফেব্রয়ারি) বাংলাদেশে তার প্রথম সফর শেষে এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন তিনি। "অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে, জরুরি ভিত্তিতে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক খাতের সংস্কার প্রয়োজন;" উল্লেখ করেন আনা বজেরদে। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের গতিধারা অনেক দেশের জন্য অনুপ্রেরণামূলক। মুদ্রা ও রাজস্ব নীতিতে দ্রুত ও সাহসী

সংস্কার, বাংলাদেশকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে, আর্থিক খাতের ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম করবে বলে উল্লেখ করেন এই বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তা। বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনা বজেরদে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দেশের উন্নয়নের প্রশংসা করেন। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেয়ার জন্য শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান তিনি। রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত, তাদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটাতে বাংলাদেশকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। চট্টগ্রাম বিভাগে, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী, উভয়ের প্রয়োজন মেটাতে দুটি নতুন প্রকল্পে ৬৫ কোটি ডলারের বেশি অর্থায়ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করছে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার। অর্থায়নের প্রায় অর্ধেক অংশ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যয় করা হবে এবং অনুদানের শর্তে তা ব্যয় করা হবে। আনা বজেরদে আরো বলেন, "বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্ব নিয়ে আমি গর্বিত। দেশটি লাখ লাখ মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনতে সহায়তা করেছে।" তিনি বলেন, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে, শক্তিশালী বেসরকারি খাত গড়ে তুলতে, বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এবং জলবায়ুর অভিঘাত ও ভবিষ্যতের সংকট মোকাবেলার সক্ষমতা তৈরিতে সহায়তা অব্যাহত রাখবে। একই সঙ্গে কেউ যাতে পেছনে পড়ে না থাকে, তা নিশ্চিত করা হবে। বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঢাকা সফরকালে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনার জন্য অর্থমন্ত্রী, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের নেতা এবং নারী উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে বিশ্বব্যাংক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) এর অর্থায়নে অনুদান, সুদমুক্ত ঋণ ও রেয়াতি ঋণ আকারে প্রায় ৪,১০০ কোটি ডলার অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে, বিশ্বের বৃহত্তম আইডিএ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। আর, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের বৃহত্তম উন্নয়ন অংশীদার।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৫.০২.২০২৪ এলিনা)

অক্টোবর সম্মেলনের আগেই আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হতে চায় বাংলাদেশ

আগামী অক্টোবরে অনুষ্ঠেয় সম্মেলনের আগেই আসিয়ানের সেক্টরাল পার্টনার হতে চায় বাংলাদেশে। এ কথা জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার (এসডিপি) হলে, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং উৎকৃষ্ট কর্মকাণ্ড বিনিময়ের মাধ্যমে আসিয়ান ও বাংলাদেশ উভয়ই লাভবান হবে। এ লক্ষ্যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিয়েনতিয়েন শীর্ষ সম্মেলনের আগেই আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে, আসিয়ানের সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানান। রবিবার (২৫শে ফেব্রুয়ারি) আসিয়ানের ঢাকা কমিটির (এডিসি) সদস্যরা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাকে অভিনন্দন জানান। এ সময় এডিসি সদস্যরা আসিয়ানের এসডিপি হতে বাংলাদেশের প্রত্যাশায় সমর্থন করার আশ্বাস দেন।

ব্রুনাই, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের মিশন প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত একটি অনানুষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম হলো এডিসি। বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ জোর দিয়ে বলেন, আসিয়ান দেশগুলোর উচিত পারস্পরিক লাভজনক অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বন্ধনকে কাজে লাগানো।

বাংলাদেশের সঙ্গে আসিয়ানের যে বাণিজ্যিক ব্যবধান রয়েছে, তা অতিক্রম করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বিপুল সম্ভাবনার সুফল পেতে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপাক্ষিক, উভয় পর্যায়ে বেসরকারি খাতের বর্ধিত ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলে ওষুধ, চামড়াজাত পণ্যের মতো বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগে তাদের কোম্পানিগুলোকে উৎসাহিত করতে মিশন প্রধানদের পরামর্শ দেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এছাড়া, মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১২ লাখ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করার বিষয়ে এডিসির সদস্যদের সমর্থন প্রত্যাশা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৫.০২.২০২৪ এলিনা)

নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের কাছে বিশেষ তহবিল চেয়েছে বাংলাদেশ

নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, আরো নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করার জন্য বিশ্বব্যাংকের কাছে বিশেষ তহবিল চেয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনা বজেরদে, রবিবার (২৫শে ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংসদ ভবন কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় শেখ হাসিনা এ আহবান জানান। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রকল্প বাস্তবায়নে, বিশ্বব্যাংক থেকে রেয়াতি হারে আরো ঋণ অনুমোদনের অনুরোধ জানান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার এম নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ বিষয়ে অবহিত করেন। নজরুল ইসলাম জানান যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং তাদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। শেখ হাসিনা আরো বলেন, আইসিটি থেকে শুরু করে কৃষি ও ক্ষুদ্র হস্তশিল্প পর্যন্ত নারীরা কাজ করছে এবং সরকার তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে; জানান স্পিচ রাইটার এম

নজরুল ইসলাম। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য একটি বিশেষ তহবিল প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৫.০২.২০২৪ এলিনা)

অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হবে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত বিচার : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিচার নিয়ে কোনো গাফিলতি নেই বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল। তিনি বলেন, "অল্প দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত বিচার শেষ হবে।" রবিবার (২৫শে ফেব্রুয়ারি) সকালে বনানীর সামরিক কবরস্থানে ঐ ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের কবরে শ্রদ্ধা অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেন, "রাজধানীর পিলখানায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) হেডকোয়ার্টার্স (প্রাক্তন বিডিআর হেডকোয়ার্টার্স) ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডের বিচার নিয়ে কোনো ধরনের গাফিলতি নেই। চূড়ান্ত বিচার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে বলে আমরা আশা করছি। এটা সম্পূর্ণই বিচারিক কার্যক্রমের ওপর নির্ভর করছে; তিনি যোগ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন যে, অনেকে এখানে (পিলখানা হত্যাকাণ্ড) জড়িত ছিল। এগুলোর তদন্ত শেষ করা একটা বিরাট কর্মকাণ্ড। কাজগুলো শেষ হয়েছে। প্রাথমিক বিচারও হয়েছে। এ সময় তিন বাহিনীর প্রধান, জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এবং পিলখানা হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের নিকটজন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, গত ২০০৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি, তিন দিনব্যাপী 'বিডিআর সপ্তাহ' চলার সময়, পিলখানা সদর দপ্তরের দরবার হলে বাংলাদেশ রাইফেলস এর (বর্তমান বিজিবি) কয়েকশ সদস্য সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। তারা ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে হত্যা করে। পরদিন ২৬শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সরকার ও বিডিআর বিদ্রোহীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও গ্রেনেড জমা দেয়ার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে। সেই ঘটনায় মোট ৫৮টি মামলা দায়ের হয়। এর মধ্যে একটি হত্যা ও লুটপাটের অভিযোগে, বাকিগুলো বিদ্রোহের অভিযোগে দায়ের করা হয়। হত্যা মামলার বিচারে, ১৫২ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৪২৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়। এছাড়া, ২৭৭ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি খালাস পান। সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে ২৬২ জন বিদ্রোহীকে তিন মাস থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত, বিভিন্ন মেয়াদে এবং প্রয়াত বিএনপি নেতা নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলীসহ ১৬১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। অন্যদিকে, বিদ্রোহের ৫৭টি মামলায় ৫ হাজার ৯২৬ জন বিডিআর জওয়ানকে চার মাস থেকে সাত বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৫.০২.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আফরিন আখতারের সাক্ষাৎ

যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী গণতন্ত্রের লালন ও ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনে অনুঘটক হিসেবে নাগরিক সমাজের ভূমিকার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। রবিবার (২৫শে ফেব্রয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আখতারের সঙ্গে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে, এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। দূতাবাস উল্লেখ করেছে, বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে, মতামত বিনিময়ের জন্য সাহসী ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতে পেরে তারা খুব আনন্দিত। সুস্থ গণতন্ত্র এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে নাগরিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনায় দেশটির সুশীল সমাজের সাহসী এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তিত্বদের সাথে আজ দেখা করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিষয়ে আমাদের সম্পৃক্ততা অব্যাহত থাকবে, এবং বাংলাদেশ সরকারকেও তা-ই করার আহ্বান জানাচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তারা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ইস্যুতে কাজ করা অব্যাহত রাখবে। দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে বলা হয়, আমরা বাংলাদেশ সরকারকেও তা করার আহবান জানাচ্ছি।" বৈঠকে সাংবাদিক জিল্লুর রহমান ও অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৫.০২.২০২৪ এলিনা)

সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও মাদক প্রতিরোধে কাজ করুন : শেখ হাসিনা

রবিবার (২৫শে ফেব্রয়ারি) রাজধানী ঢাকায় আয়োজিত 'স্থানীয় সরকার দিবসের এক অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা বলেন, "সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে হবে। আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।" যুবসমাজের ওপর মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব এবং সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিকে উসকে দেয়ার আশঙ্কার কথা তুলে ধরেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এসব সমস্যা মোকাবেলায় জনসচেতনতা গড়ে তুলতে, জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে জনগণকে দেয়া অঙ্গীকার রক্ষা এবং সঠিক প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহবান জানান শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা আরো বলেন, "বাংলাদেশ একটি ব-দ্বীপ। তাই এর নদ-নদী, খাল, নালা, বিল ও হাওর-জলাশয় সংরক্ষণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম পর্যায়ের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জলাশয় সংরক্ষণের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা করার বিষয়ে জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "ভবিষ্যতে জটিলতা এড়াতে, এখন থেকেই গ্রাম পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শুরু করা জরুরি।" স্থানীয় সংস্থার জন্য রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি, সমবায়ের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, আবাদি জমি রক্ষা, কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা ও সেবার প্রতি মনোযোগ দিতে জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শ দেন শেখ হাসিনা। তিনি

উল্লেখ করেন যে, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫ হাজার ৭৯৯ কোটি টাকা। আর, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে তা বাড়িয়ে ৪৬ হাজার ৭০৪ কোটি টাকা করা হয়। শেখ হাসিনা এমন একটি ভবিষ্যতের চিত্রকল্প তুলে ধরেন, যেখানে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৫.০২.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটিতে ইউপিডিএফ সদস্য গুলিতে নিহত

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতলী ইউনিয়নের বোধিপুর এলাকায় নিপুণ চাকমা চোগা (৩৫) নামে এক ব্যক্তি গুলিতে নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সংগঠন ইউপিডিএফ প্রসিত গ্রুপ নিপুণ চাকমাকে তাদের সদস্য বলে দাবি করেছে। শনিবার (২৪শে ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে মোটরসাইকেলে এসে দুই ব্যক্তি তাকে গুলি করে পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছে এলাকার লোকজন। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, বঙ্গলতলী ইউনিয়নের বোধিপুর বনবিহারে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন নিপুন চাকমা ও তার সহকর্মীরা। সেখানে নিপুণ চাকমাকে গুলি করা হয়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে জানান তারা। ইউপিডিএফ প্রসিত গ্রুপের বঙ্গলতলী এলাকার সমন্বয়ক আর্জেন্ট চাকমা বলেন, "জেএসএস এমএন লারমা গ্রুপের দুই সন্ত্রাসী অতর্কিত গুলি করে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনা স্থলে নিপুণ চাকমা চোগার মৃত্যু হয়।" এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান আর্জেন্ট চাকমা। তবে, এই হত্যাকাণ্ডের দায় অস্বীকার করেছে জেএসএস এমএন লারমা গ্রুপ। জেএসএস এমএন লারমা গ্রুপের উপজেলা সভাপতি জ্ঞানজীব চাকমা বলেন, "এই হত্যার সঙ্গে জেএসএস এমএন লারমা দল কোনোভাবেই জড়িত নয়। এই হত্যাকাণ্ড ইউপিডিএফের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের বিষয়।" হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবিবার (২৫শে ফেব্রয়ারি) বাঘাইছড়ি উপজেলায় আধাবেলা সড়ক অবরোধের ডাক দেয় ইউপিডিএফ। রাঙ্গামাটির সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আবদুল আওয়াল জানান, বাঘাইছড়ি থানার ওসি ইশতিয়াক আহম্মেদের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনা স্থলে গিয়েছে। এলাকাটি দুর্গম এবং রাত হওয়ায় পুলিশ পৌঁছাতে সময় লেগেছে। উল্লেখ, গত ৪ই ফেব্রুয়ারি সাজেকের মাচালং ব্রিজ পাড়ায় ইউপিডিএফের দুই সদস্য দীপায়ন চাকমা ও আশিষ চাকমাকে একই উপায়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। সেই ঘটনায় জেএসএসের সন্তু লারমা দলেকে দায়ী করে ইউপিডিএফ। পরে, নিহত দীপায়ন চাকমার স্ত্রী এশিয়া চাকমা বাদী হয়ে সাজেক থানায় মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় অভিযুক্ত কাউকে এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৫.০২.২০২৪ এলিনা)

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন অধ্যায় সূচনা করতে চাই : হাছান মাহমুদ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ জানিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে সম্পর্কের নতুন অধ্যায় সৃষ্টির আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন, "আমরাও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চাই।" রবিবার (২৫শে ফেব্রয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, ঢাকা সফররত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন হাছান মাহমুদ। পরে, সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "দুই দিক থেকেই সদিচ্ছা আছে। একসঙ্গে আমরা আমাদের সম্পর্কের নতুন অধ্যায় তৈরি করতে চাই।" হাছান মাহমুদ জানান, যুক্তরাষ্ট্র যে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন অধ্যায় চায়, এটি একটি বড় বিষয়। সম্পর্ক জোরদারের মাধ্যমে জনগণ উপকৃত হবে উল্লেখ করেন তিনি। "আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চাই;" যোগ করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী ও জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের (এনএসসি) দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক আইলিন লাউবাচার, যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) সহকারী প্রশাসক মাইকেল শিফার এবং যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার তিন দিনের সফরে ঢাকা এসছেন। আইলিন লাউবাচার সাংবাদিকদের বলেন, "আমাদের অভিন্ন অগ্রাধিকার এবং ভবিষ্যতে একসঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতার উপায় নিয়ে আলোচনা করে আমরা আনন্দিত। আর, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ।" বৈঠক শেষে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস এক পৃথক বার্তায় বলেছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা, শরণার্থী, জলবায়ু, শ্রম ও বাণিজ্যসহ পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুই দেশ কীভাবে কাজ করতে পারে, তা নিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দূতাবাসের বার্তায় বলা হয় যে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। মিয়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতি বাংলাদেশ ও এ অঞ্চলের জন্য নিরাপত্তা হুমকি সৃষ্টি করেছে বলে উল্লেখ করেন হাছান মাহমুদ। "আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি;" তিনি জানান। গাজায় যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম খুনি রাশেদ চৌধুরী প্রসঙ্গে হাছান মাহমুদ বলেন, রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিষয়টি তাদের বিচার বিভাগের অধীনে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তিন কর্মকর্তা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে 'কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে পারস্পরিক স্বার্থের অগ্রগতির জন্য একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এগিয়ে নেয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করতে' সফর করছেন। তারা পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, শ্রমিক নেতা, যুব কর্মী এবং মুক্ত ও অবাধ গণমাধ্যম তৈরির কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সফরের মাধ্যমে

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরো গভীর ও সম্প্রসারিত হবে। র‍্যাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পাঁচটি পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশ অনুসরণ করবে।

"উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ও পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথকভাবে এই নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদ, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) খান মোহাম্মদ আজাদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) তোফায়েল মোস্তাফা সরোয়ার, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. জাহাঙ্গীর আলম ও সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. আনোয়ার লতিফ খানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথক এক ঘোষণায় বেনজীর আহমেদ এবং র‍্যাব ৭–এর সাবেক অধিনায়ক মিফতাহ উদ্দীন আহমেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াইয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত। এতে বলা হয়েছে যে, তারা আইনের শাসন, মানবাধিকারের মর্যাদা ও মৌলিক স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ন করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাব হচ্ছে ২০০৪ সালে গঠিত একটি সম্মিলিত টাস্ক ফোর্স। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং সরকারের নির্দেশে তদন্ত পরিচালনা করা।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বা এনজিওদের অভিযোগ হচ্ছে যে, র‍্যাব ও বাংলাদেশের অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ২০০৯ সাল থেকে ৬০০ ব্যক্তির গুম হয়ে যাওয়া এবং ২০১৮ সাল থেকে বিচার বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী। কোনো কোনো প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এই সব ঘটনার শিকার হচ্ছে বিরোধী দলের সদস্য, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৫.০২.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

খুব শীঘ্রই বিডিআর বিদ্রোহ মামলার মীমাংসা করা হবে বলে জানিয়েছেন দু'জন মন্ত্রী

পিলখানায় বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ১৫ বছরেও চূড়ান্ত বিচার কার্যক্রম শেষ হয়নি। সরকারের দু'জন মন্ত্রী বলেছেন, খুব শীঘ্রই এ মামলার মীমাংসা করা হবে। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ১৫ বছর আজ। ২০০৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি 'বিডিআর সপ্তাহ' চলাকালে পিলখানা সদর দপ্তরের দরবার হলে বাংলাদেশ রাইফেলসের কয়েকশ সদস্য সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। এ সময় ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে হত্যা করা হয়। পরদিন তৎকালীন সরকার ও বিডিআর বিদ্রোহীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে। জঘন্যতম এই হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। পিলখানার এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত বিচার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। রবিবার সকালে বনানী কবরস্থানে বিডিআর বিদ্রোহের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসে তিনি এসব কথা বলেন (স্বকণ্ঠে) : সঠিকভাবে এটা তদন্ত শেষে এবং বিচারকার্যও বেশ বড় ধরনের একটা বিচারকার্য ছিল। এই সবগুলিই একটু সময় নিয়েছে। আমার মনে হয় আমরা শীঘ্রই এটা শেষ হতে দেখব। আর বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ডঃ মঈন খান বলেছেন, হত্যাকাণ্ডের পেছনের কারণ জানতে চাই দেশের মানুষ, (স্বকণ্ঠে) : ন্যায়বিচারের মাধ্যমে এই বিষয়টি অতি দ্রুত সুরাহা করবেন আজকে ১৫ বছর পরে আমরা সেই প্রত্যাশা করি। এদিকে ১৫ বছরেও বিচার কার্যক্রম পুরোপুরি শেষ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নিয়তের স্বজনরা। জনৈক ব্যক্তি(এক) (স্বকণ্ঠে) : আমাদের এলাকায় ছোট থেকে শুরু করে বড় এমন কেউ নাই যে, তাকে ফলো করে না বা তার নাম শুনে একবার আফসোস করে নাই। কী বলব আর, ভাগ্যের ব্যাপার মেনে নিয়েছি। না নিয়ে তো কোনো উপায় নেই। জনৈক ব্যক্তি (দুই) (স্বকণ্ঠে) :এটার পেছনে আসলে কারা আছে বা এই পরিকল্পনায় কারা ছিল! এই শক্তিটা বা এই এনকারেজমেন্টটা তারা কোথা থেকে পেয়েছে, এটাই জানতে চাই। আজকে ১৫ বছর পরেও আমরা এটা জানি না। শ্রদ্ধা জানাতে এসে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত মোঃ ফারুক খান বলেছেন, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা নিশ্চিত করা হবে (স্বকণ্ঠে) : খুব দ্রুততার সাথে এই কেসের মীমাংসা হবে এবং যারা দোষী, তাদের কঠোরতম শাস্তি হবে। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৫.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

অর্থ সাশ্রয় করে জাতীয় স্বার্থে কাজ করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, চাষ উপযোগী জমি সংরক্ষণ ও ফসল উৎপাদনে গুরুত্ব দিচ্ছে তার সরকার। এসময় জনগণের সেবা নিশ্চিতে জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা :

কমিশন নয়, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অর্থ সাশ্রয় করে জাতীয় স্বার্থে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। স্থানীয় সরকার দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চাষ উপযোগী জমি সংরক্ষণ ও ফসল উৎপাদনে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। এ সময় জনগণের সেবা নিশ্চিতে জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

আজ (রবিবার) সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে বক্তৃতার শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রামে বসেই উন্নয়নের সেবা পাচ্ছে দেশের সব প্রান্তের জনগণ। এছাড়া, পরিবেশ ও জলাভূমি সংরক্ষণে গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি। জনগণের কল্যাণে প্রকল্প নেয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যত্র-তত্র প্রকল্প না নিয়ে সময় ও সম্পদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, (স্বকণ্ঠে) : কোনো প্রকল্প নিতে গেলে দয়া করে শুধু প্রকল্প নেয়ার জন্য নেবেন না, যথাযথ কাজে লাগবে কি না সেটা দেখবেন।

জনগণই একটি দেশের প্রধান চালিকা শক্তি উল্লেখ করে, কাজের মাধ্যমে জনগণের আস্থা-বিশ্বাস অর্জন করতে, জনপ্রতিনিধিদের, (স্বকণ্ঠে) : সমগ্র গ্রাম বাংলায় আমরা প্রতি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি। ওয়াইফাই কানেকশনের মাধ্যমে এখন গ্রামে বসেই সবাই সারা বিশ্বের সাথে এখন যোগাযোগ করতে পারে সেই সুযোগটাও আমরা সৃষ্টি করে দিয়েছি। এছাড়াও মাদকসন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের মাঝে সচেতনা বাড়ানোর জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৫.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

ইউক্রেনকে সমর্থন দিতে জি-৭ নেতাদের প্রতি সংহতি প্রদর্শনের আহ্বান কিশিদার

জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিশিদা ফুমিও, দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ চলমান থাকার মাঝে ইউক্রেনকে সমর্থন এবং রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে শিল্পোন্নত সাতটি দেশের জোট জি-৭'এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন শুরুর ২য় বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গতকাল শনিবার জি-৭ ভুক্ত দেশগুলোর নেতারা অনলাইনে এক বৈঠকে মিলিত হন। চলতি বছর জোটের পালাক্রমিক সভাপতির দায়িত্ব পালনকারী দেশ ইতালি, এই শীর্ষ বৈঠকের আহ্বান জানায়। বৈঠকের শুরুতে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এতে যোগ দেন। কিশিদা বলেন যে, দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের কারণে পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়ায় এখন ইউক্রেনের সাথে সংহতি দেখানো গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, দেশটিকে সমর্থন প্রদান অব্যাহত রাখা এ বছর তার অন্যতম শীর্ষ অগ্রাধিকারের মধ্যে থাকবে। কিশিদা, গত ১৯শে ফেব্রুয়ারি টোকিওতে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পুনর্গঠন এগিয়ে নেয়া বিষয়ক জাপান-ইউক্রেন সম্মেলনের বিষয়ে অবহিত করেন। তার ভাষ্যমতে, দেশ দুটি ভূমি মাইন অপসারণ ও কৃষি খাতের পুনরুদ্ধার'সহ ৫০টিরও বেশি সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। কিশিদা আরও জানান যে, তিনি রাশিয়ার ব্যক্তি ও সংস্থার উপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিকল্পনা করছেন। কিশিদা জোর দিয়ে বলেন যে, উত্তর কোরিয়া থেকে রাশিয়ায় অস্ত্র রপ্তানির বিষয়টি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের লঙ্ঘন। তার ভাষ্যমতে, ইউক্রেনে উত্তর কোরিয়ার তৈরি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। কিশিদা বলেন যে, একটি ন্যায্য ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে ইউক্রেনকে সহায়তার পাশাপাশি রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপে, তিনি জি-৭ভুক্ত দেশগুলোর সাথে একসাথে কাজ করতে চান। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ২৫.০২.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

সন্দেহজনক লেনদেনের অর্থ কোথায় যায়?

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে গত এক বছরে আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন শতকরা ৬৫ ভাগ বেড়েছে। আর বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই সন্দেহজনক লেনদেন বৃদ্ধি প্রমাণ করে দেশ থেকে অর্থপাচার বেড়েছে। কিন্তু এই সন্দেহজনক লেনদেন এবং অর্থপাচার রোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের আগাম কোনো উদ্যোগ নেই। তারা অর্থ পাচার নিয়ে কাজ করে সরকারের এমন সংস্থাগুলোর কাছে প্রতিবেদন পাঠিয়েছে। কিন্তু অর্থপাচার রোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে বলে জানান বিশ্লেষকেরা। তারা মনে করেন, অর্থপাচার হয়ে যাওয়ার আগেই অর্থ যাতে পাচার না হয় তার ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) গত সপ্তাহে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, দেশের আর্থিক খাতে গত এক বছরে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে ৬৪.৫৮ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সন্দেহজনক লেনদেন ছিল ১৪ হাজার ১০৬টি, যা তার আগের অর্থবছরে ছিল আট হাজার ৫৭১টি। এক বছরের ব্যবধানে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে পাঁচ হাজার ৫৩৫টি। বিএফআইইউর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে তাদের কাছে পাঠানো ঋণসংক্রান্ত সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২০, যা এর আগের ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৩৪১টি। এ ধরনের লেনদেন প্রতিবেদনের সংখ্যা বেড়ে দেড় গুণ হয়েছে। আর গত অর্থবছরে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা, ব্রোকারেজ হাউসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিএফআইইউতে সব মিলিয়ে সন্দেহজনক লেনদেন

প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল ১৪ হাজার ১০৬টি, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল আট হাজার ৫৭১টি। কোনো ছোট গ্রাহকের হিসাবে বড় লেনদেন, কোনো গ্রাহকের একসঙ্গে বড় অঙ্কের নগদ টাকা উত্তোলন, ছোট ব্যবসায়ীর নামে বড় ঋণ, অপরিচিত হিসাবে টাকা স্থানান্তর এমন হিসাবে লেনদেনকে সন্দেহজনক লেনদেন হিসেবে বিবেচনা করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন," এই সন্দেহজনক লেনদেনের একটি অংশ পাচারও হয়েছে। মূল কথা হলে লোন পাওয়ার যোগ্যতা নেই এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে লোন দেয়া হয়েছে। আবার যা পায় তার চেয়ে বেশি দেয়া হয়েছে। লোন নিয়ে টাকা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। নানা রকম বিষয় আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব হলো এগুলো দেখা। তারা শুধু প্রতিবেদন প্রকাশ করলেই হবে না। মনিটরিং বাড়িয়ে এটা আগেই বন্ধ করতে হবে।" তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন," ২০০৯ সালে আমি যখন দায়িত্ব ছেড়ে আসি তখন মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিলো ২১ হাজার কোটি টাকা। এখন অফিসিয়ালি এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা। এই টাকা কোথায় গেছে?" ব্র্যাক বাংকের চেয়ারম্যান ও অর্থনীতিবিদ ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন," যে টাকা দেশের বাইরে পাচার হয় তা এই খেলাপি ঋণের টাকা। ঘুস-দুর্নীতির টাকা। সন্দেহজনক যে লেনদেনের কথা বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে ওই টাকা কেথায় গেছে? ওই টাকা দেশের বাইরে পাচার হয়েছে। সন্দেহজনক লেনদেনের সঙ্গে দেশের বাইরে অর্থ পাচারের একটা বড় সম্পর্ক আছে। আমরা যে বলেছিলাম যে অর্থ পাচার বেড়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের এই প্রতিবেদন তার ইঙ্গিত দেয়।" তার কথা," এই অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় না তাই অর্থ পাচার বেড়ে যচ্ছে। ভারতে অনেক বড় বড় পাচারকারীকে ধরে জেলে পাঠানো হয়েছে। আমাদের এখানে হয়নি। যারা পাচার করে তাদের সবাই চেনে। তাদেরও লজ্জা নাই। লেজকাটা শিয়ালের আবার লজ্জা কী?" এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "দেখবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে প্রতিবছরই এই সন্দেহজনক লেনদেন বাড়ছে। প্রতি বছর যদি বাড়তে থাকে তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক কী করছে? তারা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ব্যবস্থা নিলে তো আর বাড়ত না।" তবে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে তারা ১৩৩টি প্রতিবেদন পাঠিয়েছে বিভিন্ন সংস্থার কাছে। এর মধ্যে সিআইডিতে ৮৫টি, দুদকে ৩৩টি, এনবিআরে ১০টি ও অন্যান্য সংস্থায় পাঁচটি প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে।

বাংলাদেশ থেকে বছরে কত অর্থ পাচার হয় তার কোনো হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে নাই। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির হিসাবে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ থেকে ১২ লাখ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। তার পাঁচ শতাংশ উদ্ধার করতে পেরেছে সরকার। আর গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইনটেগ্রিটি বলছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে গড়ে ৬৪ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম বলেন," সন্দেহজনক লেনদেনের এই অর্থ পাচার হতে পারে আবার দেশের ভেতরেও থাকতে পারে। তবে অর্থ পাচার বেড়ে যাচ্ছে। তাতে এই অর্থের একটি অংশ পাচার হয়েছে ধারণা করা যায়।" তার মতে ," মনিটরিং বাড়িয়ে পাচারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে এই পরিস্থিতির অবসান হবে না। কাউকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়েছে আমি এখনো দেখিনি। তবে তিনি মনে করেন," বাংলাদেশ ব্যাংক যে সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন প্রকাশ করে তার একটা গুরুত্ব আছে। আমরা জানতে পারি। পরিস্থিতি বুঝতে পারি।" এ নিয়ে রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের বক্তব্য জানা যায়নি। তবে গত ২০শে ফেব্রুয়ারি প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউর প্রধান কর্মকর্তা মো. মাসুদ বিশ্বাস বলেন," পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনতে শক্ত রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার।" দেশ থেকে আর কারা অর্থ পাচার করেছেন ও পাচারের টাকা ফিরিয়ে আনতে কী করা হচ্ছে এমন এক প্রশ্নের জবাবে মাসুদ বিশ্বাস বলেন, "বিদেশের ইন্টেলিজেন্স ইউনিট থেকে সব সময় তথ্য পাওয়া যায় না। এ জন্য ১০ দেশের সঙ্গে চুক্তির প্রক্রিয়া চলছে। দেশ থেকে অর্থপাচারের ৭০-৮০ শতাংশ হয় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যেম। কোনো অর্থ পাচার হয়ে গেলে ফেরত আনা কঠিন। কারণ, দুই দেশে দুই রকম আইন প্রচলিত আছে। চুক্তি হলে টাকা ফেরত আনা সহজ হতে পারে।"

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

খতনার সময় দুই শিশুর প্রাণহানীর ঘটনায় পরিবারগুলোর মধ্যে শঙ্কা তৈরি হয়েছে: হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন সুন্নতে খতনার সময় দুই শিশুর প্রাণহানির ঘটনাকে কেন্দ্র করে খতনার বিষয়ে পরিবারগুলোর মধ্যে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন দুর্নীতির কারণে চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর মানুষ আস্থা হারাচ্ছে। রোববার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে মাহবুবুল আলম হানিফ এসব কথা বলেন। সাম্প্রতিক সময়ে সুন্নতে খতনা করাতে গিয়ে দুই শিশুর মৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে হানিফ বলেন যেসব পরিবারে শিশুর খতনার বিষয় আছে তারা শঙ্কিত। চিকিৎসকদের গাফিলতির কারণে এই দুটি শিশু প্রাণ হারালো। সেটা নিয়ে অনেকে শঙ্কিত। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

ঢাবি হলে আটক রেখে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে দুই ছাত্রলীগ নেতাসহ সাবেক এক নেতার বিরুদ্ধে

পাওনা টাকা দিতে দেরি হওয়ায় দুজনকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে আটকে রেখে তিন দিন ধরে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগের দুই নেতা ও সাবেক এক নেতার বিরুদ্ধে। তাদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার তিন জন হলেন মহসিন হল শাখা ছাত্রলীগের উপপ্রচার সম্পাদক মুনতাসির হোসাইন এবং একই হলের ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক উপ-সম্পাদক আল শাহরিয়ার মাহমুদ ওরফে তানসেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রলীগের সাবেক উপদফতর সম্পাদক মোঃ আবুল হাসান সাঈদী। এছাড়া ছাত্রলীগ নেতা মুনতাসিরের আত্মীয় মোঃ শাহাবুদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে ব্যবসার কথা বলে ছাত্রলীগ নেতা মুনতাসির হোসাইন এর আত্মীয় মোঃ শাহাবুদ্দিনের কাছ থেকে ৩৫ লাখ টাকা ধার নিয়েছিলেন আব্দুল জলিল নামের এক ব্যক্তি। তিনি টাকা ফেরত দিতে দেরি করছিলেন। তাই ২১শে ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত দুইটার দিকে মোঃ শাহাবুদ্দিন ১০ থেকে ১২ জনের দল নিয়ে মোঃ আব্দুল জলির ও তার বন্ধু হেফাজ উদ্দিনকে হাতিরঝিলের হাজী পাড়ার বাসা থেকে তুলে প্রথমে বিজয় একাত্তর হল ও পরে হাজী মোহাম্মদ মহসিন হলে আটকে রাখেন। ওই দলে ছাত্রলীগের গ্রেফতার তিন নেতাও ছিলেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনে জমা পড়া মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন নির্বাচন কমিশন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনে জমা পড়া মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে সব মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। রোববার কোন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেনি। ফলে ৫০ জন নারী প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করেছে ইসি। এসব প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করে মঙ্গলবার গেজেট প্রকাশ করা হবে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

মহিমান্বিত রজনী পবিত্র শবে বরাত আজ

মহিমান্বিত রজনী লাইলাতুল বরাত আজ। যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে এদিন দিবাগত রাতে সারাদেশে পবিত্র শবে বরাত পালিত হয়ে থাকে। হিজরি বর্ষের সাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতটিকে মুসলমানরা শবে বরাত বা সৌভাগ্যের রজনী হিসেবে পালন করে থাকেন। তাই এ রাতটি লাইলাতুল বরাত হিসেবেও পরিচিত। মহিমান্বিত এ রাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা পরম করুণাময় মহান আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশায় নফল নামাজ, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও জিকিরে মগ্ন থাকেন। অতীতের পাপ ও অন্যায়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা এবং ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

জনপ্রতিনিধিদের মূল কাজ মানুষের আস্থা অর্জন করা : প্রধানমন্ত্রী

অর্থ সাশ্রয়ের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আজ রোববার স্থানীয় সরকার দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এই নির্দেশনা দেন। নদী-নালা, খাল-বিল, জলাশয় যেন কোনোভাবে নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে বলে নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন বিদ্যুতের উপর চাপ কমাতে কৃষি কাজে সেচ ব্যবস্থাপনা সোলারের মাধ্যমে করতে হবে। শেখ হাসিনা বলেন জনগণের প্রতিনিধিদের মূল কাজ মানুষের আস্থা অর্জন করা। সেবা দিয়ে এটা যে করতে পারে সে সফল হয়, না পারলে ব্যর্থ। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ আসাদ)

বিডিআর ট্রাজেডির ১৫তম বার্ষিকী আজ

বিডিআর ট্রাজেডির ১৫তম বার্ষিকী আজ। রোববার সকালে দিবসটি উপলক্ষ্যে ঢাকার বনানীর সামরিক কবরস্থানে নিহতদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে শাহাদত বরণকারী সেনা কর্মকর্তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রথমে বনানীর সামরিক কবরস্থানে শহিদদের কবরে পুষ্প স্তবক অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব। এরপর প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব তার পক্ষে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। ২০০৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তিন দিনব্যাপী বিডিআর সপ্তাহ চলাকালে পিলখানা সদর দপ্তরের দরবার হলে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীটির কয়েকশ সদস্য সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। তারা ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তসহ ৭৪ জনকে হত্যা করে। পরদিন ২৬শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সরকার ও বিডিআর বিদ্রোহীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে অস্ত্র গোলা-বারুদ ও গ্রেনেড জমা দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিডিআর বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে। ওই ঘটনায় মোট ৫৮টি মামলা হয়। এর মধ্যে একটি হত্যা ও লুটপাটের অভিযোগে আর বাকিগুলো বিদ্রোহের অভিযোগে। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ আসাদ)

বিডিআর বিদ্রোহের চূড়ান্ত বিচার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হবে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, পিলখানায় অনেক বড় হত্যাযজ্ঞ হয়েছিল। অনেকেই এখানে জড়িত ছিল। আপনারা দেখেছেন প্রাথমিক বিচার হয়েছে। চূড়ান্ত বিচার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হবে। রোববার রাজধানীর বনানী সামরিক কবরস্থানে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মামলার চূড়ান্ত বিচার শেষ না হওয়া নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের আদালত এখন স্বাধীন। সে অনুযায়ী একটি ন্যায্য বিচার হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। (রে. টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ আসাদ)

বিডিআর বিদ্রোহ কেন ঘটেছিলো এর পেছনে কী ছিল তা দেশবাসী জানতে চায় : মঈন খান

পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় হওয়া দুই মামলার প্রতিটি আসামির সুবিচার দাবি করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। পিলখানায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ১৫তম বার্ষিকীতে রাজধানীর বনানীতে শহিদ সেনা কর্মকর্তাদের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন দাবি করেন। মঈন খান বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও এমন ঘটনা ঘটেনি যেখানে একই স্থানে একসঙ্গে ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনা কীভাবে ঘটেছে, এই ঘটনার পিছনে কী ছিল আজকে বাংলাদেশের মানুষ সেই সত্য জানতে চায়। বাংলা ভাষায় একটা কথা আছে বিচারের বাণী আজ নিভৃতে কাঁদে উল্লেখ করে তিনি বলেন বিচার যদি বিলম্ব হয় সেই বিচারের কোনো মূল্য থাকে না। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ আসাদ)

পিলখানায় হত্যাকাণ্ড ঘটবে খালেদা জিয়া এটা আগেই জানতেন : ফারুক খান

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আগেই জানতেন পিলখানা হত্যাকাণ্ড ঘটবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য এবং বেসামরিক বিমান, পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী মো. ফারুক খান। রোববার সকালে বনানীর সামরিক কবরস্থানে পিলখানার শহিদদের কবরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। ফারুক খান বলেন, যারা এই নির্মম ঘটনার সঙ্গে জড়িত যারা দোষী তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে। আর এই ধরনের ঘটনা যেন বাংলাদেশে কখনো না ঘটতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ আসাদ)

নতজানু সরকারের কারণে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এখন হুমকির মুখে : রিজভী

নতজানু সরকারের কারণে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এখন হুমকির মুখে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। রোববার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন তিনি। রুহুল কবির রিজভী বলেন, গত ৭ই জানুয়ারি গণবর্জিত ডামি নির্বাচনের পর দেশ এক গভীর সংকটে পতিত হয়েছে। চিহ্নিত কতিপয় পুলিশ, আমলা আর সরকারি দলের টাকা পাচারকারী সুবিধাভোগী দুর্নীতিবাজ মাফিয়াচক্র ছাড়া দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন অবৈধ সরকারের বিপক্ষে।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ আসাদ)

গাফিলতিতে কোনো শিশুর মৃত্যু হলে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হবে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

সঠিক ব্যবস্থাপনায় হাসপাতালগুলো পরিচালিত হচ্ছে কি না এ বিষয়ে তদারকি করতে অভিযান শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। তিনি বলেন, আগামী মঙ্গলবার থেকে এই অভিযান শুরু করা হবে। একইসঙ্গে হাসপাতাল ও চিকিৎসকের গাফিলতিতে কোনো শিশুর মৃত্যু হলে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হবে বলেও জানান তিনি। রোববার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্য খাত সংক্রান্ত সাম্প্রতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রেস ব্রিফিং-এ স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব তথ্য জানান। ডা. সামন্ত লাল সেন বলেন যিনি দোষী হবেন সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ আসাদ)

মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না : হাইকোর্ট

মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোকে কঠোরভাবে এই নির্দেশ মানার কথা বলা হয়েছে। রোববার বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রায় দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন এডভোকেট ইসরাত হাসান। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী তীর্থ সলিল রায়। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাশগুপ্ত। এর আগে গত ২৯শে জানুয়ারি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় অনাগত শিশুর লিঙ্গ প্রকাশ করা যাবে না এই মর্মে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গঠিত কমিটি প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করা হয়। এই নীতিমালা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা ল্যাবরেটরির কোনো লেখা বা চিহ্ন বা অন্য কোনো উপায়ে শিশুর লিঙ্গ প্রকাশ করতে পারবে না। পরে বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের হাইকোর্ট বেঞ্চে এই নীতিমালা দাখিল করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ বিষয়ে আজ রায় দেন হাইকোর্ট। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য করা হয়েছে ৬ই মে

বহুল আলোচিত বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ৬ই মে দিন ধার্য করেছে আদালত। রোববার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। তবে তদন্ত সংস্থা সিআইডি প্রতিবেদন দাখিল না করায় ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরী নতুন এই দিন ধার্য করেন। ২০১৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থেকে জালিয়াতি করে সিড কোডের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার হাতিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। পরে ওই টাকা ফিলিপাইনে পাঠানো হয়। সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করেন দেশের অভ্যন্তরের কোনো চক্রের সহায়তায় হ্যাকার গ্রুপ রিজার্ভের অর্থপাচার করেছে।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ আসাদ)

দেশে দৈনিক এক হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের ঘাটতি রয়েছে: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী

দেশে দৈনিক চাহিদার বিপরীতে গ্যাসের ঘাটতি প্রায় এক হাজার মিলিয়ন ঘনফুট বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। আজ রোববার জাতীয় সংসদের সরকরি দলের সংসদ সদস্য এম আব্দুল লতিফের এক প্রশ্নের জবাবে নসরুল হামিদ এই তথ্য জানান। প্রতিমন্ত্রী জানান বর্তমান দেশে দৈনিক প্রায় ২০৫০ মিলিয়ন ফুট গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। দেশে বর্তমানে দেশের দৈনিক চাহিদা প্রায় চার হাজার মিলিয়ন ঘনফুট। চাহিদার বিপরীতে দেশে উৎপাদিত গ্যাসের সঙ্গে দৈনিক প্রায় ৮০০ থেকে ৯০০ মিলিয়ন ঘনফুট সমতুল্য আমদানিকৃত এলএনজি জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে চাহিদার বিপরীতে গ্যাসের ঘাটতি প্রায় এক হাজার মিলিয়ন ঘনফুট। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ আসাদ)

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ : বিশ্বব্যাংক

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা সফররত বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যানা বেজার্ড। মূল্যস্ফীতি কমানোয় সরকারের উদ্যোগে সহায়তা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। রোববার সকালে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সঙ্গে বৈঠকে এই আশ্বাস দেন তিনি। রাজধানীর শেরে-বাংলা নগরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে মন্ত্রীর নিজ দপ্তরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অর্থমন্ত্রী বলেন, রাতারাতি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ হবে না; অপেক্ষা করতে হবে। বিদ্যুৎসহ জ্বালানির মূল্য সমন্বয় করতে হবে বলেও জানান তিনি।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ আসাদ)

আদালতের এজলাসে বসে বিচার কাজ পর্যবেক্ষণ করলেন ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

আদালতের এজলাস বসে দেশের বিচার কাজ পর্যবেক্ষণ করলেন ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় যশোবন্ত চন্দ্রচূড়। রোববার সকালে এজলাসে উঠেন ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি। এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। বিচার কাজ পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশের সাথে ভারতের অনেকটা সাদৃশ্য খুঁজে পান ডি জে চন্দ্রচূড়। বলেন বাংলাদেশ ও ভারতের আদালতের সাংস্কৃতি প্রায় একই রকম। বাংলাদেশে বিচার কাজ পর্যবেক্ষণ করতে পারা তার জন্য সম্মানের। এসময় তিনি বাংলাদেশের বিচারপতি ও আইনজীবীদের ভারতের আদালতের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের আমন্ত্রণও জানান।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪। আসাদ)

র‍্যাবের ৭ কর্মকর্তার উপর যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে আহ্বান করেছে বাংলাদেশ

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাপিড একশন ব্যাটেলিয়ন র‍্যাব এবং বাহিনীটির ৭ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার উপর যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে দেশটিকে অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ। রোববার মার্কিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে এই অনুরোধ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাছান মাহমুদ। বৈঠকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং র‍্যাবের উপর আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে জোর দেয়া হচ্ছে। এ নিয়ে বৈঠকে কথা হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা নিয়ে কথা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ব্যাপারেও কথা হয়েছে।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ২৫.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

বাইডেনের চিঠির জবাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলতি মাসের শুরুর দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দেওয়া চিঠির জবাব দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, ঢাকায় সফররত মার্কিন প্রতিনিধিদলের কাছে চিঠির একটি কপি হস্তান্তর করা হয়েছে। চিঠির মূল কপি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান হোয়াইট হাউজে হস্তান্তর করবেন। রোববার (২৫শে ফ্রেব্রুয়ারি) বিকেলে ঢাকা সফররত মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল এইলিন লুবাখারের নেতৃত্বে দেশটির একটি প্রতিনিধিদল পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এ কথা বলেন। চিঠি প্রসঙ্গে জানাতে মন্ত্রী বলেন, কীভাবে আমাদের সম্পর্ক আরও গভীরতর করতে পারি এবং সম্পর্কের নতুন যুগ কীভাবে শক্তিশালী করতে পারি, সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি। তারাও আমাদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন করতে চায়। সেই সম্পর্ক উন্নয়ন করার লক্ষ্যেই কিছুদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সেই চিঠিতে তিনি (বাইডেন) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন অধ্যায়ে সম্পর্ক করার বিষয়ে তাদের আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেন। আজ আমি তাদের কাছে (মার্কিন প্রতিনিধির) প্রধানমন্ত্রী যে চিঠি দিয়েছেন, সেটির কপি হস্তান্তর করেছি। মূল কপিটি যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত আমাদের রাষ্ট্রদূত হোয়াইট হাউসে হস্তান্তর করবেন। গত মাসের শুরুর দিকে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে যুক্তরাষ্ট্রের ৫ পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‍্যাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। সেক্ষেত্রে মার্কিন প্রতিনিধিদল পাঁচটি পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন বলে জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, আমরা রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছি। তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছি। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে তারা ক্রমাগতভাবে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে এবং রোহিঙ্গাদের এখানে যে আমরা আশ্রয় দিয়েছি সেক্ষেত্রে তারা সর্বাত্মক সহায়তা করছে, সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার ব্যাপারে আমি তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ যে আজ আমাদের সবাইকে ভোগাচ্ছে এবং করোনা মহামারির পর এই যুদ্ধ হঠাৎ করে বেঁধে যাওয়া আমাদের সবার জন্য হতাশার বিষয় ছিল সে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি। তিনি বলেন, মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের বৈঠকের প্রসঙ্গটি এখানে আলোচিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি আলোচনা করেছি। নিরাপত্তা ইস্যুতে আমাদের বহুমুখী সহায়তা আছে, আমরা একসঙ্গে কাজ করি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের পরিচিতি আছে। র‍্যাবের স্যাংশনস তুলে নেওয়ার বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। তারা পাঁচটি অবজারভেশন (পর্যবেক্ষণ) দিয়েছে। সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি। কীভাবে এটি তুলে নেওয়া যায় সেটি নিয়ে তারাও কাজ শুরু করেছে, তাদের অবজারভেশনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। তাদের যে বিনিয়োগ সেটি নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। সেটি কীভাবে বাড়ানো যায়, আমাদের উন্নয়ন অভিযাত্রায় তারা কীভাবে আরও বেশি সহযোগিতা করতে পারে সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে যে পাঁচটি পর্যবেক্ষণ দিয়েছে সেগুলো কী কী জানতে চাইলে তিনি বলেন, সেই অবজারভেশনগুলো আমাদের কমিউনিকেট করেছে, তারা বিস্তারিত দিয়েছে। এটা র‍্যাবের কাছে দেবে, যখন আমরা পাবো তখন এটি নিয়ে কাজ করব। তারা পাঁচটি অবজারভেশন দিয়েছে সেগুলো বিস্তারিত পাওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। ড. হাছান বলেন, আমাদের উভয় দেশেরই উইলিংনেস (ইচ্ছা) যে আমাদের সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় শুরু করার বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। প্রতিনিধিদলের প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল এইলিন লুবাখার আমাকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন। বিএনপি এবং সুশীল সমাজের সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধিদলের বৈঠক প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, এগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, সেগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি, মানবাধিকার নিয়েও আলোচনা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দুটি সামরিক চুক্তি বিগত সরকারের সময় অনেকদূর এগিয়েছিল, সেটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা নির্দিষ্ট কোনো চুক্তি নিয়ে আলোচনা করিনি। তবে জিসুমিয়া নিয়ে আমরা কাজ করছি। মিয়ানমার পরিস্থিতির জন্য বে অব বেঙ্গল নিয়ে তাদের উদ্বেগের বিষয়ে কিছু জানিয়েছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মিয়ানমার পরিস্থিতির কারণে আমাদের এখানে যে সিকিউরিটি ইস্যু তৈরি হয়েছে সেটি তো সঠিক। কারণ মিয়ানমার থেকে ৩৩০ জন তাদের সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্য এখানে পালিয়ে এসেছিলেন, তারা আবার তাদের ফিরিয়েও নিয়ে গেছে। সেখানে যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি এবং আরাকান আর্মির সঙ্গে যে সরকারি বাহিনীর সংঘাতের কারণে আমাদের এখানে যে নিরাপত্তা ঝুঁকি হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। রোহিঙ্গাদের সসম্মানে সব অধিকার দিয়ে ফেরত নেওয়ার বিষয়ে তারা একমত। নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, সেটি নিয়েই আলোচনা করেছি। আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের বিষয়ে আলোচনা হয়নি। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

ওটিটির কারণে দেশীয় চলচ্চিত্র হুমকির মুখে: তথ্য প্রতিমন্ত্রী

ওটিটি (ওভার দ্য টপ) প্ল্যাটফর্মসহ অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমে বিদেশি চলচ্চিত্র অবাধ প্রচারের ফলে দেশীয় চলচ্চিত্র হুমকির মুখে পড়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। রোববার ২৫শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে প্রতিমন্ত্রী এ তথ্য জানান। এ সময় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমানে পাইরেসি বন্ধ করা গেলেও ওটিটি প্ল্যাটফর্মসহ অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমে বিদেশি চলচ্চিত্র অবাধ প্রচারের ফলে দেশীয় চলচ্চিত্র হুমকির মুখে পড়েছে। ওটিটি প্ল্যাটফর্মসহ অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমে প্রচারিত সিনেমা প্রচারে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন ২০২৩ সংসদে পাস হয়েছে। শিগগির আইনটি অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা হবে।' তিনি বলেন, 'একটা সময় দেশীয় চলচ্চিত্রে ভিডিও পাইরেসির প্রবণতা অত্যাধিক থাকায় আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্প ছিল হুমকির সম্মুখীন। কিন্তু বর্তমান সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে এখন তা অনেকটা কমেছে। অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন এবং চলচ্চিত্র ভিডিও পাইরেসি বন্ধের লক্ষ্যে সরকার এরই মধ্যে টাস্কফোর্স গঠন করেছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে গঠিত এই টাস্কফোর্সের মাধ্যমে প্রতিটি জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত অভিযান চলছে। জেলা তথ্য কর্মকর্তাদের এ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা সহ বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের পক্ষ থেকে নিয়মিত সিনেমা হল মনিটরিং করা হচ্ছে। ফলে ভিডিও পাইরেসির প্রবণতা কমেছে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

শিশুদের খতনার বিষয়ে তাদের পরিবার শঙ্কিত: হানিফ

শিশুদের খতনার বিষয়ে এখন তাদের পরিবার শঙ্কিত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ। রোববার ২৫শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন, 'বাংলাদেশ এখন সফল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিত হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৫ বছরের বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা, মেধা ও দক্ষতার কারণে। উন্নয়ন আমাদের যথেষ্ট হয়েছে, এখন প্রয়োজন এই উন্নয়ন ধরে রাখা। উন্নয়ন ধরে রাখা এখন আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই উন্নয়নকে ধরে রাখার জন্য সরকারের সামনে, দেশের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা, জাতির সমস্যা হলো আমাদের মানুষের সততা, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের দিকে জাতি চলে যাচ্ছে। এখান থেকে যদি বের হয়ে আসতে না পারি তাহলে এই উন্নয়ন কিন্তু ধরে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।' তিনি বলেন, 'গত কয়েক দিন আগে বা কিছু দিন ধরে আপানারা দেখেছেন দুই দুইজন শিশু, আইমান এবং আইয়ান খতনা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। কয়েক দিন আগে আরেক শিশু এই অবস্থায় অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের কারণে মৃত্যু ঝুঁকিতে ছিল। আমরা লক্ষ্য করছি যে শিশুর খতনার বিষয়ে তাদের পরিবার শঙ্কিত। এই যে চিকিৎসকদের গাফিলতির কারণে এই দুই শিশু প্রাণ হারালো, যেটা নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত। এ অবস্থা কেন হয়েছে, এক্ষেত্রে জাতি অবাক হলেও আমি কিন্তু খুব একটা বিস্মিত হইনি। চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বোচ্চ সেবা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, যে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের যখন শীর্ষ কর্ণধারকে নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে লেখালেখি হয়, তার অনৈতিকতা, স্বজনপ্রীতি নিয়ে, নিয়োগ বাণিজ্য নিয়ে নানান ধরনের লেখালেখি হয়। তখন কিন্তু চিকিৎসার ওপরের মানুষের আস্থাটা আস্তে আস্তে কমে যায়। ওই চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপরে মানুষের আস্থা হারিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।' মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন, 'এ ধরনের শীর্ষ পর্যায়ে লক্ষ্য করে দেখুন আজ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ যে পদ উপাচার্য সেই উপাচার্যের বিষয়ে কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য চলে আসছে। কেউ স্বজনপ্রীতির সঙ্গে জড়িত, কেউ নানান অনিয়মের সঙ্গে জড়িত। এমন কি অনেক উপাচার্যের অডিও রেকর্ডও চলে আসছে গণমাধ্যমে, যারা যারা নিয়োগের জন্য সরাসরি প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন আর্থিক সুবিধা নেওয়া জন্য। এটাই যদি সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যলয়ের সর্বোচ্চ পদধারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে হয় তাহলে সেই জাতির ভবিষ্যত নিয়ে, তার নীতি-নৈতিকতা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করা ছাড়া কিছুই থাকে না। গ্রিক দর্শনিক প্লেটো এক উক্তিতে বলেছিলেন, একটি দেশের মানুষ যেমন হবে রাষ্ট্র তেমনি হবে। মানুষের চরিত্র দিয়েই রাষ্ট্র গঠিত হয়। আজ আমাদের শিক্ষিত ও সর্বোচ্চ ব্যক্তিদের যদি এই অবস্থা হয়, তাদের যদি এই মূল্যবোধ হয়- তাহলে সেক্ষেত্রে এই রাষ্ট্রের চরিত্র আস্তে আস্তে অবক্ষয়ের দিকে যাবে এটাই স্বাভাবিক।' তিনি আরও বলেন, 'আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই দেশের ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন, অগ্রগতি করেছেন। এই উন্নয়ন অগ্রগতি ধরে রাখার জন্য এখন দরকার আমাদের এই সমাজের যে নীতি-নৈতিকতা, সততার যে অবক্ষয়ের মধ্যে যাচ্ছে- সেটাকে কীভাবে আবার আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারি সেই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করা প্রয়োজন। আশা করি এই ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ নেবে।'

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

মাছ, মাংস, ডিমের উৎপাদন খরচ কমানো উচিত

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রহমান বলেছেন মাছ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন খরচ কমাতে সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। এ পণ্যগুলো ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে ইনসেনটিভ (প্রণোদনা) বা নীতি সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। রোববার ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পের (এলডিডিপি) জন্য কৃষি ব্যবসা পরিকল্পনা, প্রযুক্তি ও বিপণন পরামর্শ এবং বাস্তবায়ন সহায়তার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর যাচাইকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মো. এমদাদুল হক তালুকদারের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহা. সেলিম উদ্দিন। আব্দুর রহমান বলেন, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি। মাছ,মাংস, ডিম ইত্যাদি। এখানে কথায় কথায় একটা কথা চলে আসে সিন্ডিকেশন, সিন্ডিকেট। এরা সম্মিলিতভাবে দাম বাড়ায়, কমায়। এখানে যে একেবারে ঘাপলা নেই তা নয়। সবটুকুতেই ঘাপলা আছে এটাও ঠিক না। আমাদের উৎপাদন খরচের সঙ্গে এটা সাংঘাতিকভাবেই প্রাসঙ্গিক। মন্ত্রী আরও বলেন, এখানে সরকারের জায়গা থেকেও এগিয়ে আসা উচিত। কীভাবে উৎপাদন খরচ কমানো যায়, মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে যেতে হলে কী কী ইনসেন্টিভ বা পদক্ষেপ প্রয়োজন, সে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার দায়িত্ব সরকারের আছে। প্রধানমন্ত্রীকে মানবিক চরিত্রের উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, যদি উনাকে আমরা বোঝাতে পারি যে এ ব্যাপারটি মানুষের সুবিধার্থে। যাদের আমরা দায়ী করে থাকি, তারা আসলে কতটা দায়ী। তারা আসলে কতটুকু জড়িত। সেই যায়গাটা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে প্রধানমন্ত্রীকে বোঝানো গেলে তিনি নিশ্চয় বুঝবেন। নিজেকে শিক্ষানবিশ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিরাট একটা উল্টাপাল্টা জায়গা থেকে, আরেকটা উল্টাপাল্টা জায়গায় আসছি। নিশ্চয় সব বুঝবো। এটাও আমি পারবো। আমার সময় লাগবে। কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমাদের এই সরলতা, আন্তরিকতাকে আপনারা আন্তরিকতা হিসেবেই নিবেন। প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পের (এলডিডিপি) সাফল্য নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত

করে মন্ত্রী বলেন, প্রকল্পের মূল চেতনা বাস্তবায়ন করলে আমরা সফল হতে পারবো। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব সেলিম উদ্দিন বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী ৫০ বছরে বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাত যেটুকু অর্জন করেছে, ভারতের এটুকু অর্জন করতে ১০০ বছর লেগেছে। মাংসের উচ্চমূল্যকে প্রাণিসম্পদের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে সচিব বলেন, মাংসের দাম বাড়ার অনেক কারণ আছে। পশু খাদ্য, ভ্যাকসিন অনেক কিছু আছে। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট, গত কয়েক বছর কোরবানির জন্য বাইরে থেকে পশু আনতে হয়নি। প্রকল্পটি স্বচ্ছভাবে বাস্তবায়নে জোর দিয়ে সচিব বলেন, কসাইখানা বা অন্য জিনিসগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কি না সেটা দেখতে হবে। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের চিফ টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর ড. মো. গোলাম রাব্বানী।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

পিলখানা হত্যা দিবসের গুরুত্ব আরও বাড়াতে হবে: জিএম কাদের

পিলখানা হত্যা দিবসের গুরুত্ব আরও বাড়াতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের। তিনি বলেন, দিবসটির গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এটা আমরা আশা করছি। রোববার ২৫ ফেব্রুয়ারি বনানীর সামরিক কবরস্থানে পিলখানার শহীদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। জিএম কাদের বলেন, আজকের দিনে আমরা যেটা অনুভব করছি, সেটা মনে হচ্ছে এই দিবসের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। যেকোনো কারণেই হোক এটার গুরুত্ব মনে হচ্ছে কমে যাচ্ছে। যে আবেগটি সবার মধ্যে ছিল, সেটা সেভাবে আর দেখা যাচ্ছেনা। তিনি বলেন, আজকের এই শোক দিবস মনে হচ্ছে কেবল যারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার তাদের মধ্যেই রয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের শুধু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের মধ্যেই এই আবেগ থাকার কথা ছিল না। ওইদিনের ঘটনায় যতগুলো সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য নিহত হয়েছেন, তারা সবাই ছিলেন উদীয়মান, চৌকস। তারা অনেক বেশি অবদান রাখতে পারতেন। কিন্তু নির্মম এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা তাদের হারিয়েছি। কিন্তু তারপরও দিবসটির গুরুত্ব কমে যাওয়া আমাদের সবার জন্য দুর্ভাগ্যজনক। দিবসটির গুরুত্ব বহন করতে হবে, সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। এসব শহীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা চিরজীবী করতে হবে। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন তাদের স্মরণীয় করে রাখতে হবে। এটাই আমাদের প্রত্যাশা। ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা ২৭ মিনিটের দিকে বিডিআরের (বর্তমান বিজিবি) বার্ষিক দরবার চলাকালে হলে ঢুকে পড়েন একদল বিদ্রোহী সৈনিক। তাদের একজন বাহিনীর তৎকালীন মহাপরিচালকের (শাকিল আহমেদ) বুকে বন্দুক তাক করেন। সূচনা হয় ইতিহাসের সেই নৃশংসতম ঘটনার। বিদ্রোহীদের গুলিতে একে একে লুটিয়ে পড়তে থাকেন সেনা কর্মকর্তারা। ঘটনার ৩৬ ঘণ্টা পর এ বিদ্রোহের অবসান হয়। পিলখানা পরিণত হয় এক রক্তাক্ত প্রান্তরে। পরে পিলখানার ভেতরে আবিষ্কৃত হয় গণকবর। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় সেনা কর্মকর্তাদের লাশ। ৩৬ ঘণ্টার এ হত্যাযজ্ঞে ৫৭ সেনা কর্মকর্তা, এক সৈনিক, দুই সেনা কর্মকর্তার স্ত্রী, ৯ বিডিআর সদস্য ও পাঁচ বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের কুশীলবদের দ্রুত খুঁজে বের করা হবে: ফারুক খান

পিলখানা হত্যাকাণ্ডে জড়িত কুশীলবদের দ্রুত খুঁজে বের করা হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং বেসামারিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত মো. ফারুক খান। রোববার সকালে রাজধানীর বনানী সামরিক কবরস্থানে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ১৫তম বার্ষিকীতে শহীদ সেনা সদস্যদের কবরে আওয়ামী লীগের পক্ষে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত কুশীলবদের দ্রুত খুঁজে বের করা হবে। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের মতো এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না হয় সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখার আহবান জানান তিনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, আফজাল হোসেন, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, উপ দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান, সদস্য শাহাবউদ্দিন ফরাজী প্রমুখ। এর আগে এদিন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বনানীর সামরিক কবরস্থানে শহীদদের কবরে প্রথমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। রাষ্ট্রপতির পক্ষে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল কবীর আহাম্মদ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পর সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান ও বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

কারামুক্ত মজিবুর রহমানের বাসায় মঈন খান

সদ্য কারামুক্ত বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান সরোয়ারের বাসায় গিয়ে তার সার্বিক খোঁজখবর নিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। রোববার ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরে তিনি মুজিবুর রহমানের বাসায় যান বলে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে বিএনপির সিনিয়র নেতারা সদ্য কারামুক্ত নেতাদের বাসায় গিয়ে তাদের খোঁজখবর নিচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আব্দুল মঈন খান মুজিবুর রহমানের বাসায় যান।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কাজ চলছে, অপেক্ষা করতে হবে: অর্থমন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেছেন, 'রাতারাতি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না। এটা নিয়ে কাজ চলছে, এজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আল্টিমেটলি এই ক্রাইসিসটা তো ম্যানেজ করতে হবে।' রোববার (২৫ ফেব্রুয়ারি) শেরেবাংলা নগরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে নিজ দপ্তরে বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অপারেশনস) অ্যানা বেজার্ডের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী। প্রায় সোয়া এক ঘণ্টার বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ যেসব সমস্যা ফেস করছে এগুলো নতুন কোনো সমস্যা নয়। বাংলাদেশ এসব সমস্যা যেভাবে মোকাবিলা করছে সেটার প্রশংসা করেছেন তারা। কাজেই এরমধ্যে সন্দেহের কিছু নাই। আর আমি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে একটা কথা বলেছি, বিশেষ করে যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে চায় না তাদের সঙ্গে তারা সাক্ষাৎ করতে চায়, তাদের সঙ্গে তারা কথা বলতে চায়।' তিনি বলেন, 'দেশে যতগুলো মেগা প্রকল্প হয়েছে সবই শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে হয়েছে। ২০১৭ সালে আমরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ঠাকুরগাঁও গিয়েছিলাম। তার দুদিন আগে বিএনপি মহাসচিব মন্তব্য করেছিলেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কোনো উন্নয়ন হয়েছে নাকি, আমি তো কিছু দেখি না। যাদের উন্নয়ন সম্পর্কে এমন ধারণা, তারা কী করবে? তারাতো কিছু করতে পারেনি।' আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন, কিছুদিন আগে মেট্রোরেল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। এতে ওই অঞ্চলে (উত্তরা, মিরপুর) যারা থাকেন- এসব এলাকার মানুষের যে কী উচ্ছাস, আনন্দ, উল্লাস। নারীরা মেট্রোরেলে উঠে স্ট্যান্ড ধরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তাদের চোখে-মুখে প্রশান্তি এবং আনন্দ। কাজেই মেগা প্রকল্প সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে বিএনপি। কিন্তু মানুষ কত উপকৃত হয়েছে এবং কত খুশি হয়েছে- এই জিনিসটা আমি বললাম। মেগা প্রকল্প করবো কি করবো না। করলে কী হবে, শুধু ক্রিটিসিজম করলে তো কোনো লাভ হবে না। এগুলো শেখ হাসিনা বানিয়েছেন ঠিক কথা। কিন্তু বানিয়েছেন তো একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, একটা চিন্তা নিয়ে। বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, জনগণ এটা গ্রহণ করেছে।' এসময় বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অপারেশনস) অ্যানা বেজার্ড বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি সরকারের উদ্যোগে সহায়তা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। এদিন সকাল ৯টা ৪০ মিনিট থেকে ১১টা পর্যন্ত আগারগাঁওয়ের ইআরডি ভবনে মন্ত্রীর দপ্তরে বৈঠক হয়। বৈঠকে অর্থ সচিব খায়েরুজ্জামান মজুমদার, ইআরডি সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী, বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন রাইজারসহ সংস্থাটির ঢাকা অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে প্রথম অফিসিয়াল সফরে শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকায় আসেন বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অপারেশনস) আনা বেজার্ড। এই সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অর্থমন্ত্রী, উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি। তার সঙ্গে রয়েছেন বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন রেইজার।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

কেন্দ্রীয় ঔষধাগার পরিদর্শনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, নিজেই দেখলেন অনিয়ম

তেজগাঁওয়ের সরকারি সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরস ডিপো সিএমএসডি ঝটিকা পরিদর্শন করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। এসময় প্রতিষ্ঠানের নানান অনিয়ম নিজেই প্রত্যক্ষ করেন তিনি। রোববার ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্যমন্ত্রী দুপুর ১টা ৫০ মিনিট থেকে বেলা ২টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত পুরো প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখেন। দুপুরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলমকে নিয়ে ঝটিকা পরিদর্শনে যান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসময় সেখানে শত শত কার্টন ভর্তি নানান রকম জরুরি স্বাস্থ্যসেবা সামগ্রী অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন এবং নানান বিষয়ে অনিয়ম দেখতে পান। নানান রকম জরুরি স্বাস্থ্যসেবার পণ্য সেখানে অনেক দিন ধরে অব্যবহৃত পড়ে থাকতে দেখেন। অনেক জরুরি পণ্য অব্যবহৃত অবস্থায় সেখানে মেয়াদ শেষ হয়ে গেলো কীভাবে, তা উপস্থিত সিএমএসডির কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসা করেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অধিকাংশ প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারেননি উপস্থিত সিএমএসডি কর্মকর্তারা। এসব অনিয়ম দেখে স্টোরেজের মালামালের তালিকাসহ অন্যান্য বিষয় জানিয়ে সাত দিনের মধ্যে মন্ত্রীর কাছে লিখিত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেখানে উপস্থিত স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলমকে এ রিপোর্ট নির্দিষ্ট সময়ে সংগ্রহ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে জরুরি মিটিংয়ে বসার কথা বলেন। (জাগো এফএম ও. পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে ফের গুলি, জনমনে আতঙ্ক

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে ফের গোলাগুলির ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। রোববার ২৫ জানুয়ারি সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপজেলার ঘুমধুম সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে ঢেকুবনিয়া ও রাইট ক্যাম্প এলাকায় গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সরকারি জান্তা বাহিনী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে চলমান সংঘাত চলছে। বিভিন্ন সময় সীমান্ত অতিক্রম করে তাদের গোলা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঘুমধুমের লোকালয়ে বিস্ফোরিত হয়ে বাংলাদেশিসহ একাধিক নিহত ও আহতের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি মর্টারশেল ও গোলা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নিরাপত্তার স্বার্থে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল স্থানীয়দের। পরে কয়েকদিন গোলাগুলি বন্ধ থাকায় স্বস্তি ফিরেছিল সীমান্তবাসীর মনে। তবে রোববার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ফের গোলাগুলির শব্দে কেঁপে ওঠে ঘুমধুমের

তমব্রু এলাকা। ফলে স্থানীয়দের মনে ফের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ঘুমধুমের স্থানীয় বাসিন্দা মামুদুল হাসান জানান, কয়েকদিন বন্ধ থাকার পর রোববার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ৩৬ নম্বর সীমান্ত পিলার সংলগ্ন মিয়ানমারের অভ্যন্তর থেকে ব্যাপক ভারী গোলা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। ঘুমধুম ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আজিজ জানান, সকালে ঘুমধুম সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের অভ্যন্তর থেকে গোলার শব্দ শোনা গেছে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৪ রিহাব)

BBC

TRUMP EASILY WINS SOUTH CAROLINA BUT HALEY FIGHTS ON

Donald Trump is one step closer to the Republican presidential nomination after a massive win over Nikki Haley in South Carolina. The former president won his primary opponent's home state by a 20-point margin, his fourth consecutive victory. As he celebrated Mr Trump made no mention of Ms Haley, who vowed to stay in the race. Instead, he set his sights on the general election in November. That will be a likely rematch with his successor in the White House. (BBC Web Page: 25/02/24, FARUK)

US AND UK CARRY OUT NEW STRIKES ON YEMEN'S HOUTHIS

The Pentagon says US and UK fighter planes have carried out strikes on 18 Houthi sites in Yemen - the fourth such joint operation by the allies. The US says Saturday's strikes were directed against storage facilities, drones, air defence systems, radars and a helicopter of the militant movement. The UK says the allies acted to further degrade Houthi capabilities. There have been sustained attacks by the Iran-backed Houthis on shipping in the important Red Sea trade route. The Houthis - who control large swathes of Yemen including the capital Sanaa - have been targeting vessels they say are linked to Israel and the West in response to the continuing Israel-Gaza war. (BBC Web Page: 25/02/24, FARUK)

ZELENSKY INSISTS UKRAINE WILL WIN ON WAR ANNIVERSARY

Ukraine's president has issued a rallying cry, vowing that his country will prevail, as it marks two years since Russia's full-scale invasion. "None of us will allow our Ukraine to end," Volodymyr Zelensky said in an address in the capital Kyiv. He was joined by Western leaders in a show of solidarity. The anniversary comes as Ukraine experiences a range of setbacks in its efforts to expel Russia from its territory. Mr Zelensky said in his speech on Saturday that while any normal person would want the war to end, it could only be on Ukraine's terms. (BBC Web Page: 25/02/24, FARUK)

EIFFEL TOWER SET TO REOPEN AFTER SIX-DAY STRIKE

The Eiffel Tower in Paris was expected to reopen to visitors on Sunday after six days of closure due to strikes. Workers first walked out on Monday in a dispute over the way the tower was managed. Its operator, Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), said a deal was reached with unions on Saturday. It is the second such strike at the iconic landmark in the last three months, as Paris looks ahead to hosting the 2024 Olympic Games this summer. (BBC Web Page: 25/02/24, FARUK)

FOUR WOMEN AND A GIRL KILLED IN AUSTRIA IN 24 HOURS

Police in Vienna are investigating the deaths of four women and a teenage girl in a 24-hour period. Three women were stabbed to death by a man in a brothel in Austria's capital on Friday. A suspect was arrested. Another woman and her daughter were killed in an unrelated incident. Investigators believe the girl's father was responsible. Campaigners described the day as "Black Friday" and called for urgent action to stop violence against women. The bodies of three women, believed to be Chinese nationals, were found in a building in the central Brigittenau district at around 21:00 local time after a witness called the emergency services. (BBC Web Page: 25/02/24, FARUK)

INDIA'S ASSAM STATE REPEALS BRITISH-ERA MUSLIM MARRIAGE LAW

The Indian state of Assam, which has a large Muslim population, has repealed a British-era law on Muslim marriage and divorce, prompting anger among the minority community whose leaders say the plan is an attempt to Polarize voters on religious lines ahead of the national election. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma wrote on X (formerly Twitter) on Saturday that the state has repealed the Assam Muslim Marriages and Divorces Registration Act that was enacted close to nine decades ago. The legislation, enacted in 1935, laid down the legal process in line with the Muslim personal law. After a 2010 amendment, it made the registration of Muslim marriages and divorces compulsory in the state, whereas registration was voluntary before. (BBC Web Page: 25/02/24, FARUK)

ISRAELI DELEGATION EXPECTED IN QATAR FOR MORE GAZA TALKS

An Israeli delegation is expected in Qatar to continue talks on securing a pause in the war on Gaza that could see captives released. The talks began last week in Paris and were attended by the chiefs of Israel's spy agency Mossad and domestic security service Shin Bet, along with mediators from the United States, Qatar and Egypt. The Israeli delegation returned from the French capital, with Israeli national security adviser, Tzachi Hanegbi, saying during a televised interview late on Saturday that there is probably room to move towards an agreement. According to Israeli media, negotiators had a meeting with the Israeli cabinet, which agreed to send a delegation to Qatar in the coming days to continue negotiations. (BBC Web Page: 25/02/24, FARUK)

TWO-MONTH-OLD PALESTINIAN BOY DIES OF HUNGER

A two-month-old Palestinian boy has died from starvation in northern Gaza, according to media reports, days after the United Nations warned of an explosion in child deaths due to Israel's war on the besieged enclave. The Shehab news agency said Mahmoud Fattough died at al-Shifa Hospital in Gaza City on Friday. One of the paramedics who rushed the boy to the hospital says Mahmoud died from acute malnutrition. Mahmoud's death came as the Israeli government - which launched its assault on Gaza following attacks by Hamas fighters in October - continues to ignore global appeals to allow more aid into the Palestinian enclave. (BBC Web Page: 25/02/24, FARUK)

QATAR ANNOUNCES NEW GAS OUTPUT BOOST WITH MEGA FIELD EXPANSION

Qatar has announced new plans to expand output from the world's biggest natural gas field, saying it will boost capacity to 142 million tonnes per annum before 2030. The new North Field expansion, named North Field West, will add a further 16 million tonnes of liquefied natural gas (LNG) per year to existing expansion plans, Qatar's Energy Minister Saad Sherida al-Kaabi said at a news conference on Sunday. This will bring Qatar's production capacity to 142 million tonnes once the new expansion is completed before the end of this decade - a nearly 85 percent rise from current production levels, al-Kaabi added.
(BBC Web Page: 25/02/24, FARUK)

::THE END::